নান্দীমুখ

আত্মকথনে আগ্রহ বার্ধক্যের সামান্য লক্ষণ। আর যদিও অভিজ্ঞতাভারে আমি অবনত তবু সর্বজ্ঞ সময়ের সাক্ষ্য আমার প্রবীণতার সমর্থক নয়; সুতরাং ভূমিকায় বাগবিস্তার নৈব, নৈব চ।

চারখণ্ডে সমাপ্ত এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কবিতাসমষ্টির রচনাকাল ১৯৪৮—১৯৬০। পূর্ণ একযুগ। ফলে, সময় তথা অসময়ের ছাপ এদের অবয়বে স্পষ্ট। এবং কে না জানে, সময়, ব্যক্তি-মানসে দ্বৈতরূপে ধরা দেয়? কৈশোরের স্ফুট-অস্ফুট আশা-আকাঙ্ক্ষার রৌদ্র-ছায়াময় প্রহরগুলি অতিক্রম করে যৌবনের আঘাত-প্রত্যাঘাতের পৃথিবীতে তার যে পরিচয়, তাকে ব্যক্তিগত বলতে আমার বাধে না। অন্যপক্ষে বিংশ শতকের মধ্যভাগে বাংলাদেশ যে সব বিপুল বিপর্যয়ের দায়িক—দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশ ব্যবচ্ছেদ ও তজ্জনিত সামাজিক ভাঙন, সেখানে তার সার্বিক সত্তা অন্য সকলের মত আমাকেও পীড়িত, পাগল করে। অথচ 'এহ বাহ্য', কারণ প্রত্যেকের অভিজ্ঞতায় যা ব্যক্তিগত পুরুষে পুরুষে বিস্তৃত প্রবাহিত জীবনধারায় তাই সাধারণ। আবার সার্বজনীন অভিজ্ঞতা যদি কিছু থাকেও, তবে, প্রত্যেক ব্যক্তিচৈতন্যে তার অভিঘাত বিশেষ রূপ নেয়, একাকার হয় না অবশ্য-ই। অস্তিত্বের এই দ্বৈতাদ্বৈত বিশিষ্ট রূপ আমার মগ্ন-চেতনায় ও সজ্ঞান বিচারে সত্য। এবং তা অস্বীকার করে অগ্রসর হ'লে যে কোনও সৎ পাঠক আমার কবিতা থেকে যা প্রাপ্য তা থেকে বঞ্চিত হবেন।

অবশ্য কবিতা শুধু তার বক্তব্য নয়। এবং সাম্প্রতিক কাব্যে মুখর দ্বন্দ্ব মুখ্যতঃ আঙ্গিকের প্রশ্নে। এ ক্ষেত্রে বিপদ উভয়তঃ। যা বহু-জন-অনুসৃত এমন কোন রীতির প্রতিধ্বনি যেমন ক্লান্তিকর, যা আদৌ অব্যবহার্য শুদ্ধ নূতনত্বের প্রয়োজনে তার পৌনঃপুনিক উচ্চারণ হাস্যকর। বস্তুতঃ নির্ভর করেছি আবেগের সততা ও চিন্তার যাথার্থ্যের উপর—যাতে তারা আপন প্রয়োজনে আপন আঙ্গিক সৃষ্টি করে নিতে পারে এবং সজ্ঞানে কারুকেই অপরিচয়ের অন্ধতায় অস্বীকার করতে অগ্রসর হইনি। এক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের

বিবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমাকে বলবত্তর করেছে অবশ্য-ই। মুখ্যত তাঁদের প্রয়াসে-ই আজ বাংলা কাব্যে কোনো রীতিবিশেষের একাধিপত্য অনুপস্থিত। এতে ধ্রুপদী-রীতির বিনাশ আশঙ্কায় যাঁরা দীর্ঘশ্বাসমুখর তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিই যে, যা প্রথাসিদ্ধ তা-ই ধ্রুপদী নয়, এবং রীতিগত স্বাধীনতা ব্যতীত শিল্পের বিকাশ অসম্ভব।

প্রসঙ্গত একটি কথা। গ্রন্থবদ্ধ কবিতাগুলি অধিকাংশ-ই পূর্বে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশলাভ করেছিল। তৎকালে আমার আত্মঘোষণায় শুধুমাত্র স্ব-নামের আশ্রয় নিয়েছি, পারিবারিক পদবী উচ্চারণে কুণ্ঠা ছিল আমার। বর্তমানে উক্ত রীতি অন্যতর ক্ষেত্রে উজ্জ্বলতর শিল্পীদের দ্বারা অনুসৃত হওয়ায় আমি অগত্যা স্বনামে কৌলিক পদবী সংযুক্ত করলাম।

ভূমিকায় বন্ধুজনের নামোল্লেখে যে আনন্দ তা থেকে আমি নিজেকে বঞ্চিত করতে অনিচ্ছুক। বইটি আদৌ প্রকাশিত হত না যদি না কয়েক বৎসর পূর্বে রত্না বন্দোপাধ্যায় (চট্টোরাজ) এর পাণ্ডুলিপির প্রথম খসড়া প্রণয়ন করতেন, এবং পরে শান্তা বসু ও সুনন্দা বসু তাকে পরিবর্ধন ও সম্পাদনা করে বর্তমান আকার দিতেন। প্রকাশনে সর্বতোভাবে সাহায্যদানের জন্য কবিতা-পরিষদের ঋণও অপরিশোধ্য। কবিতা নির্বাচনে সাহায্যের জন্য অগ্রজ কবি অরুণ ভট্টাচার্যের নিকটেও আমি কৃতজ্ঞ। এ ছাড়া যে সব বন্ধুজনের সঙ্গ, সাহচর্য ও সংলাপ এই কবিতাগুলিকে প্রাণ দিয়েছে, আজ আর স্বতন্ত্রভাবে তাঁদের নামোল্লেখ করা যায় না, তাই সমবেতভাবে তাঁদের স্মরণ করেই ভূমিকার পরিসমাপ্তি করলাম।

সূচীপত্র

প্রচ্ছদপট—বর্ষা ১৯৪০—বর্ষা ১৯৫২

উত্তরপথ—গ্রীষ্ম, ১৩৫৭—বর্ষশেষ, ১৩৬০

প্রচ্ছদপট

বর্ষা ১৯৪৮—বর্ষা ১৯৫২

ভগবান যদি

ভগবান যদি এখানে আসেন, এখানে তাঁর
শঙ্খে, চক্রে গদা ও পদ্মে চমৎকার
পীত অম্বর জলদবরণ মোহন কায়,
প্রকাশ পায়...

এই রাস্তাতে এইখানে এই রাস্তাতেই—
গোবরে কাদায় ছড়ানো রয়েছে একাকার,
তার-ওপর দিয়ে ধুয়ে বয়ে চলে বৃষ্টিধার।
চলতে গেলেই পায়ে ঝামা বেধে ঢিল ফোটে,
ন্যাংটো ছেলেরা তার-ই ওপরেতে খুব লোটে,
কাঠি দিয়ে দিয়ে নোংরা খোঁচায় নর্দমায়,
পিঠের ওপর চটাস্ চটাস্ চাপড় খায়
মা রেগে গেলেই। কারণ থাক আর নাই বা থাক।
চোখ বুজে ভাবে, যাক্ সময়টা কেটেই যাক্।
মুখ বসে গেছে, সর্দি ঝরছে নাক দিয়ে,
চামড়া উঠেছে পাঁজরে পাঁজরে পাক দিয়ে,
সকলে জানে, তারও জানা আছে সে জঞ্জাল—
এইখানে যদি হঠাৎ আসেন বালগোপাল
বলব না কিছু, ভেবে ভাখো শুধু একটিবার।
উদ্ভব হবে সে কি অদ্ভুত অবস্থার!

ভগবান যদি এখানে আসেন তাই ভাবি—
নোনাধরা ইট, ফাঁক্ ফাঁক্ খোলা, পলকা কাঠ,
আব্রু বাঁচানো ব্যাঁকারির বেড়া ঘেরা খোপর,
হাড় নিয়ে কাক ঝগড়া করছে তার-ই ওপর।
ঝুলি ভরা শিকে, ভুষো মাথা কোণ কুলুঙ্গীর,
ঝুলে গেছে দড়ি ভার বয়ে ধুতি ও লুঙ্গির,

দেয়ালের গায়ে সে কোন খেয়ালী চিত্রকর
ধুয়ে ধুয়েচুণ, খসিয়ে বালির পলেস্তর
এঁকে গেছে ছবি ভিখারী শিশুর কল্পনার—
অসহ্য স্বরে এবং নোংরা ভঙ্গীমায়
তরুণী মেয়েরা ঝগড়া করেই দিন কাটায়।
অল্পবয়সী ছেলেরা কাশছে খকর খক্,
বুড়োরা কেবল ধমকের পর দেয় ধমক।
ভিজে মাটিতেই গড়াগড়ি লোকে দেয় যবে—
শুষ্ক-অগুরুর মৃদু সুমধুর সৌরভে
ভগবান যদি সেখানে হঠাৎ প্রকাশ পান
মনে হবে নাকি এ কি বেখাপ্পা কি বেমানান?

এই রাস্তাতে, এইখানে এই পথের পর—
পাগলা বুড়িটা বলছে রেসের জোর খবর,
ভূত ভাবিষ্য বলে অধিকাণা গণৎকার,
জুতোর দোকানে রেডিও চালায় কি চমৎকার,
মোড়েতে ভিক্ষে করে বিধবার দিন কাটে—
টিনের আরসি সামনেতে লোক চুল ছাটে।
ছোকরা পানওলা নারকেল দড়ি জ্বালাতে যায়
কিছুতে জ্বলে না, শেষে জ্বলে গিয়ে যন্ত্রণায়
ঘন বর্ষার কালো মেঘ, তাকে গাল পাড়ে।
ফোরওলাগুলো থেকে থেকে ঝাঁকা নেয় ঘাড়ে,
এতটুকু ঘুঁচি খুঁজে মরে খোঁজে অন্ধকার।

ভগবান যদি এখানে আসেন হঠাৎ তাঁর,
কি যে হতে পারে আমি শুধু ভাই তাই ভাবি—
নিঃসংশয়ে ভেঙে যাবে তাঁর অহঙ্কার,
ভরে যাবে মন শিল্পীসুলভ যন্ত্রণায়,
লজ্জা, লজ্জা, স্বীয় সৃষ্টির ব্যর্থতায়।
জ্যোতিষ্কহারা তমিস্রলোকে অতঃপর—
মগ্ন হবে কি নব প্রকাশের তপস্যায়?

প্রফেট জেরেমায়া

(মিকেল আনজেলোর প্রিন্ট্ দেখে)

আর কত রাত ? আরও কত রাত বাকি ?
মৃত এ আকাশে সূর্য আসবে নাকি ?
পাথরের মত কঠিন অন্ধকারে—
চোখের আগুন জেলে একা চেয়ে থাকি ।
দুস্তর পথ হয়েছিলে সব পার
সম্মুখে ছিল বিস্তৃত অধিকার
তুরন্ত পায়ে কোথায় দাঁড়ালে তুমি ?
ধূ ধূ করে জলে নিরুপায় মরুভূমি,
যজ্ঞ সমিধে গড়েছ যে শবাধার,
উৎসবান্তে ভগ্ন পাত্র বাকি ।

আজকে হাওয়ায় পুঞ্জিত হাহাকার
আজকে মাটিতে মৃত মাংসের ভার
আজকে আহত জীবন যন্ত্রণার
আর্ত আওয়াজ শূন্যেতে দেয় হানা ;—
এ বিষপঙ্কে আকীর্ণ পারাবার,
যে করেই হ'ক্ হয়ে যেতে হবে পার,
নিরুপায় যদি, উপায় তাহলে জানা ।

তাঁবু তুলে আজ সম্মুখে চলি, চল—
কে কাকে দেখায় ? আমিও ত' খুঁজি পথ,
আমারও দুচোখে অজানা ভবিষ্যৎ,
সামনেই যদি জীবনের আশা থাকে—
তবে চল ভাই । কেন বৃথা কোলাহল ?

জীবন মৃত্যু হাতে হাতে আজ, কি আছে ভবিষ্যতে ?
সংশয়ে কাঁপে প্রাণ—
লাখো পবনে কে গড়ে সিন্ধু ?   আলেয়া বিন্দু দিয়ে
তামস তীর্থ করবে কে ভাস্বমান ?
জীবন-মৃত্যু হাতে হাতে আজ, যা থাক্ ভবিষ্যতে—
এখানে কিছুই, এখানে কিছুই নেই ;
অঙ্গনে বাসা বেঁধেছে মৃত্যু ;   চল নেমে পড়ি পথে,
আশ্রয় যাক্—আশা থাক জীবনেই ॥

শকুন

খরনিবদ্ধ আঁখি—
গোলগম্বুজ চূড়ায় দাঁড়িয়ে
তলায় তাকিয়ে থাকি।

এখানে মানুষ আসে যায়, হাসে কাঁদে,
ঘর ভাঙে, ঘর বাঁধে।
আশা শঙ্কায় কাঁপে বিচিত্র প্রাণ।
দৃষ্টি প্রখর, চঞ্চু নখর, আমি প্রতীক্ষমান—
রক্তে, মাংসে বুদ্বুদগুলো, ফোটে আর ফেটে যায়
বাঁকা চঞ্চুর ঘায়,
পরিচয়হীন বস্তুপিণ্ডে পরিচয় থেকে যায়—।

যে যাই বলুক, আমি জানি এই পৃথিবী ত শবাধার
যে যাই করুক, এখানে আমার অখণ্ড অধিকার
যে যাই ভাবুক, এই পৃথিবীতে অস্থিমাংস সার
তোমরা জান না তা কি ?
খরশাণ এই চঞ্চুতে চিরি পৃথিবীকে বারবার
যন্ত্রণা তার তুমি টের পাও নাকি ?

ঊর্ধ্বে আকাশ, অন্ধ আকাশ, কোথায় শাখাশ্রয় ?
কোনও নীড়ে নেই আতপ্ত আশ্বাস।
নখে চঞ্চুতে পাব জীবনের চূড়ান্ত পরিচয়—
অস্ত্রে আমার অটল অবিশ্বাস।

গোলগম্বুজ চূড়ায় কেবল, একা আমি, শুধু একা
কঠিন শূন্য জমে আছে আশেপাশে—
অতীতে কোনই আশ্রয় নেই। ভবিষ্য নয় দেখা,
সুদূর মাটির বুকে বুকে শুধু রক্ত চিহ্ন লেখা,
লোভ, শুধু লোভ, দুর্মর লোভ, হায়েনার হাসি হাসে…
সংগিরা সব শূন্যে উধাও—
খরনিবদ্ধ আঁখি,
একা আমি চেয়ে থাকি।
জন্ম-জীবন, সবই নিরর্থ, পৃথ্বী শিকার ভরা
সংহারে তাকে সত্যই করি নাকি ?

টলস্টয়ের প্রতি

পূর্বে নামে অন্ধকার, পশ্চিমেতে ম্রিয়মাণ আলো
নিয়ে চিরশূন্যতার মৃত্যুনীল নিরন্ত অতল—
আত্মার উত্তুঙ্গ লোকে প্রসারিত বিদ্যুতের ডানা।
—শঙ্কাহীন নিঃসঙ্গ ঈগল।

পত্রান্তর

১

ভাস্কো-দা-গামা ইতিহাসে বিস্ময়
ভাস্কো-দা-গামা একটি মানুষ নয়।
এই পৃথিবীতে যেখানে মানুষ কাঁদে,
আশা-আশঙ্কা ঘর ভাঙে ঘর বাঁধে,
রক্তে মাটিতে ফসল বোনার পর,
কুঁড়ের আঁধারে কাঁদে সম্বৎসর।
এখানেতে ছিল বিচিত্র ইতিহাস—
এখানেতে ছিল চেঙ্গিস তৈমুর,
বন্যার মত মুহূর্তে ভেঙে পড়া,
লাখো জনপদ নিমেষে ভস্ম করা,
ক্রোধগৌরবে পৃথিবীকে করে হেঁট,
তলোয়ারে তোলা লাখো মুণ্ডের ভেট,
ভাস্কো-দা-গামা এখানে হঠাৎ এল ;—
নরমুণ্ডেতে কোন শ্লাঘা নেই তার।
বিনয়ে কোমল সব মত্ততাহীন—
দেবে কিছু, নেবে, মণি গোলকোণ্ডার,
নিয়ে যাবে ভার লাক্ষা লঙ্গের,
মসলা, রেশম, দারুচিনি, মস্‌লিন॥

২

ভাস্কো-দা-গামা কি ক'রে ঘুমিয়েছিল
এতকাল ভাঙা গ্রামের অন্ধকারে ?
কতদিন পরে এই পণ্যস্তূপে,
কি প্রাণদ্বন্দ্ব রূপ নিল এই রূপে !

না—না—কখনই আর লুণ্ঠন নয়,
গেছে সে সময় নেই তাতে সংশয়,
যত পাপ-তাপ মনেই গিয়েছে মিশে—
চুক্তি, সনদ, সুবিনীত কুর্নিশে।
মস্‌নদে লাল ঝালরে ও গালিচায়,
রাজার নিকটে ভাস্কো-দা-গামা চায়,
'ধর্মাবতার, দিন অনুমতি দিন—
ভাস্কো-দা-গামা দেবে কিছু, আর নেবে—
মসলা, রেশম, দারুচিনি, মস্‌লিন।'

৩

ভাস্কো-দা-গামা জানাল আপন দাবি।
চাপা দিগন্ত খুলে দিল তার চাবি,—
ছিঁড়ে গেল মায়া অতীত বন্দরের,
পিষে গেল রোষ ক্রুদ্ধ তরঙ্গের,
আকাশেতে ওড়ে উদ্ধত সাদা পাল,
যেন সে উড়েছে, উড়ে যাবে চিরকাল,
নানা ছল ক'রে টানে কোন তটভূমি—
রাত্রি পাথারে তারকার বাতিঘর,
সমুদ্রে ডাকে মৃত্যুর বন্দর,
ভাস্কো-দা-গামা জানি তাকাবে না তুমি—
দিগন্ত-ছেঁড়া চোখ—ভ্রূক্ষেপহীন,
ইতিহাসে এক অবাক অন্বেষণ,
মরীচিকা নয়;—মসল্লা মস্‌লিন!!

৪

ভাস্কো-দা-গামা, শুধু এই চাও তুমি
এর-ই তরে এত সমুদ্র মরুভূমি
পার হয়ে এলে এত রাত, এত দিন!
কোন্ ফল চাও এই দৃঢ় সাধনার?
শুধুই রেশম? মণি গোলকোণ্ডার?
শুধুই লাক্ষা, লবঙ্গ, মস্‌লিন?

৫

না, না, এ কি ভুল! জানি তুমি নিশ্চয়
চাও পৃথিবীতে ত্রাণকর্তার জয়।
'তাঁহারই করুণা জানাইতে'—আজ তুমি
পার হয়ে এলে সমুদ্র মরুভূমি,
বিশ্বাস রাখ তুমি তাঁরই সাধনায়,
কি করে মিথ্যা রেশমে, মসলায়?
ভাস্কো-দা-গামা, ধন্য ধন্য তুমি!

৬

বন্দরে চলে বিচিত্র বিকিকিনি!
প্রাণের অন্ন, লবঙ্গ, দারুচিনি,
বহু সনাতন সিংহাসনের ছাতা,—
আজ পাঠ করি, প'ড়ে আছে খোলা খাতা,
শতাব্দী যায়, শতাব্দী, তার পর—
দিল্লীতে হাসে কোন্ দিল্লীশ্বর?
ভাস্কো-দা-গামা, কি আশ্চর্য তুমি!

৭

তবু ইতিহাস এখানেই শেষ নয়!
এখানে থামলে থেকে যেত সংশয়।
—মহামানবের এ-মহাসাগর তটে,
আরও কিছু রেখা পড়েছে কালের পটে;
সংবাদ ছিল উহ্য সে সাধনার,
ভাস্কো-দা-গামা খোঁজ রাখে নি ক' তার,
তবু আজ এই উদ্ধত এশিয়ার,
দিকে দিগন্তে তারই ত বার্তা রটে;—
ধুলো হয়ে যাক মণি গোলকোণ্ডার
পাতার পতাকা ওড়ে অক্ষয় বটে॥

বাতিঘর

কালো সমুদ্রে ঝলোমলো বাতিঘর
নাবিকের চোখে স্বপ্নের বন্দর।
সারারাত শুধু সময়ের মায়াভূমে
ওঠে আর পড়ে ভঙ্গুর ঢেউগুলি,
মরণমুগ্ধ আকাশ স্তব্ধ ঘুমে,
হাওয়ায় কাঁপায় ফেনার করাঙ্গুলি।
নাবিকের চোখে পাণ্ডু কুয়াশা ভাসে,
নাবিকের বুকে লাগে তুহিনের ছোঁয়া
হঠাৎ, হঠাৎ, দেবতার মত আসে
নীল বাতিঘর আলোতে আকাশ-ধোয়া।

কতকাল গেল এই সমুদ্রে এসে
সব বন্দর সমুদ্রে যায় ভেসে—
ধুলো হয়ে যায় সব তট, সব তীর,
দেশ নেই তাই চলেছি নিরুদ্দেশে···
দূর সঙ্গীত আসে ছায়া-শরীরীর।

হঠাৎ, হঠাৎ, কামনায় মনোহর
ঝলোমলো করে প্রাণময় বাতিঘর,
অন্তরে ফের জাগে দুর্মর আশা—
উপত্যকার গভীরে পাতারা কাঁপে
আকাশস্বপ্ন জোনাকীর উত্তাপে
মৃত চেতনায় শিখায়িত ভালোবাসা।

ঊর্ধ্বে আকাশ অন্ধ অসাড় ঘুমে,
উদ্ভ্রান্ত মেঘ নেমে আসে মরুভূমে,
তমসায় জ্বলে মূর্তিরা মনোহর—
ফেনার ফণায় নীল বিদ্যুৎ জ্বলে,
ঢেউ শুধু ঢেউ বাতাসে কী কথা বলে,
নাবিকের চোখে আজো দূর বাতিঘর।

প্রশ্ন

তুমি কী পরম জানা জেনেছ ?
সীমাহীন কুয়াশায় কত কিছু আসে যায়
কাকে তুমি শেষ বলে মেনেছ ?
স্ফুলিঙ্গচঞ্চল আগ্নেয় বিন্দুর
মুখে মুখে ভাষা ফোটে এই তমোসিন্ধুর
তমসা লোকের পারে আদিত্য-স্বরূপের
অচল আলোক তুমি এনেছ ?
তুমি কী পরম জানা জেনেছ !

থাক্ থাক্ কথা থাক্, ম্রিয়মাণ চিত্তে,
কে জেনেছে নিত্যে ?
দ্বন্দ্বের মাঝে শুধু আশা পায় অন্ধ,
ইতিহাস বেড়ে ওঠে মৃত্যুর বিত্তে।

চোরাবালি চিরে চিরে ফসলের মমতায়—
পৃথিবীর স্বাদ তবু পাই তো !
আকাশের যবনিকা ভেদ ক'রে আলো আসে—
মাঝে মাঝে তাই গান গাই তো !

জীবনের ঢেউয়ে ঢেউয়ে উত্তাল উঠে এক।
বুদ্বুদ হতে চেয়েছিল মন,
মৃত্যুর পাশাপাশি সূর্যের সাথে দেখা
স্বপ্নের মত কোনো জাগরণ !
তারপরে কত ঢেউ, ওঠে ঢেউ, পড়ে ঢেউ
সাগর আবার মনোক্ষুণ্ণ,
আকাশের অনিবার, হাসি আর হাহাকার
জলন্ত নির্বাক শূন্য।

কি আলো নিয়ে ?

রাতের পরে এসেছে রাত, দিনের পর দিন,
সৌর-মোহে পৃথিবী ঘোরে, জীবন গতিহীন।
কি কথা যেন বলার ছিল, হয় নি আজও বলা—
সহসা মনে প্রশ্ন জাগে, কেন এ পথ চলা ?
দগ্ধদেহ বৈশাখের তপ্ত নিশ্বাসে,
নিরুদ্দেশ যৌবনের বেদনা ভ'রে আসে।

রাত্রি আসে নত-নীরব,—অসীমাকাশময়
পৃথিবী হ'ল মৌন, শুধু বাতাস কথা কয়।
রাতের বুকে পাতারা কাঁপে। মাটির বুকে ঘাস,
আমার বুকে কাঁপে কেবল আমার নিশ্বাস।
হিসেবে দেখি শূন্যতাই হয়েছে শুধু জমা।
কি আলো নিয়ে তোমার চোখে তাকাব নিরুপমা ?

পোড়োবাড়ি

পোড়োবাড়ি সারারাত চেয়ে থাকে অন্ধকার চোখে।
মৃত্যুর ঘনতাভরা, কায়াহীন ক্লান্ত ছায়ালোকে
সে একা আহ্বান করে। বলে কেন পৃথিবীর পথে ?
—এইবার ফিরে এস আয়ুহীন সন্ধ্যার জগতে
বিষণ্ণ বৈকালীদুর্গে। বন্ধ, বোবা, বিবর্ণ বিবরে—
জন্মের সীমান্তে যারা মৃত্যুর আশায় বাস করে,
যোগ দাও সে মিছিলে। অন্ধকারে মুছে নাও মন,
বিরূপ ব্যস্ততা ভোল, জীবনের ব্যর্থ আয়োজন।
জারজ ক্লান্তির রসে খসে যাক্ আশার নির্মোক,
—নামরূপ অবলুপ্ত হোক্।

পোড়োবাড়ি চেয়ে থাকে মৌনদেহ মৃত্যুমোহময়।
অচল আবর্ত রচে অবিচল অনন্ত সময়,
আশাহীন অবসাদে, প্রেতস্বপ্নে, কাটায় প্রহর।
চুণখসা দেয়ালেতে, ফাটা-শিক্ ভাঙা জানালায়,
চটাওঠা সারাদেহে চেয়ে থাকে আধচেতনায়,
সমুদ্রের অতলে কোনও নিমজ্জিত জাহাজের মত।
স্পন্দিত জীবন ঊর্ধ্বে, কত কিছু আসে আর যায়,
সে একা নিস্পন্দ চোখে ভাষাহীন ক্লান্ত ছায়াস্বরে,
মৃত্যুর ঘনতা নিয়ে, কথা বলে লুপ্ত চেতনায়।

সপ্তমী নদী

কোনও দিন যদি পার হয়ে নদী যাও সপ্তমী রাতে,
আলোক-ছায়ার ম্লান ধোঁয়াধার অস্বচ্ছ জ্যোৎস্নাতে
ঘিরে থাকে ম্লান আলোর ভিত্তি, অন্ধকারের লতা,
রাতের হাওয়ায় দুলে ওঠে ঘন নিরন্ধ্র নীরবতা।
কোন দিন যদি পার হয়ে নদী, পার হও ভাঙা তীর,
যদি ভাষাহীন হারানো মনের দুঃস্বপ্নের নীড়
তরঙ্গহীন অন্ধকারের অতন্দ্র চেতনায়,
চেয়ে দেখ ছোঁয়া যায় ;—

তারপরে তুমি ভুলে যেও সব, আলোছায়া আর বন
ভুলে যেতে চাও যদি ;
মৃত্যুর মত নিশ্চিত হাতে দোলা দেবে এই মন,
সেই সপ্তমী নদী।
সে-নদী নীরব অন্ধকারে ধারা ব'য়ে নিয়ে যায়
চিররাত্রির দেশে ;
সেই মোহায়ত নদী টানে দূর মৃত্যুর মোহনায়—
শূন্য সীমায় মেশে।
দুই তীরে তার এপার ওপার হারানো মনের নীড়
ছায়াচেতনায় জাগে,
ভয় হয় বুঝি ভেঙে ভেসে যাবে নিরস্তু অস্থির
তরঙ্গ-অনুরাগে।
জন্মজটিল আবর্ততলে, কালের কক্ষপথে,
কখন যে আসে টান ;
ডেকে নেয় মন সূর্য-হারানো অমের ভবিষ্যতে,
রাত্রির আহ্বান।

ছায়া হয়ে যায় আলো আয়োজন, যত অজস্র স্বর,
ঘন তমিস্রাতলে ;—
জাগে চেতনার পথহারা পার ধূধূ-করা বালুচর
অদেখা ছায়াকূলে।
মানুষের ভিড়ে চাপা-পড়া মনে কখন যে আসে টান
ভুলে যেতে চাই যদি—
জীবনে জাগায় সীমাহারা দূর মৃত্যুর আহ্বান,
সেই সপ্তমী নদী।

সে-নদী কোথায়, কোন্ কূলে যায় ? প্রশ্ন করি না আর
থর থর করে মন ;—
সে গূঢ় ছায়ায় ভেঙে ভেসে যায় জীবন্ত চেতনার
অজস্র আয়োজন।
সে-নদী কোথায় ছায়াচ্ছন্ন ? জানি নাকো সন্ধান,
তবু তো অকস্মাৎ,
মৃত্যুর মত আসে নির্বাক নিশ্চিত আহ্বান,
নামে নিঃসীম রাত।
যদি মানুষের অসংখ্য স্বরে ভুলি তমসার প্রাণ,
ভুলে যেতে চাই যদি ;—
চেতনা অতলে অদৃশ্য ধারা—বহমান, বহমান
—সেই সপ্তমী নদী।

শেষ ট্রাম

ঘুরে ঘুরে যবে ঘরে ফিরি, দেখি, মোড়ের গায়
একটা কুকুর চীৎকার করে যন্ত্রণায়।
ভিখিরী ছেলেটা ঢুলে ঢুলে পড়ে পথের 'পর,
গ্যাসের বাতির চলেছে একক স্বয়ম্বর।

আশ্রয়ে ফিরে ক্লান্ত মনের আথর পড়ি,
দেয়ালে অবোধ টিক্‌টিক্ করে দেয়াল-ঘড়ি,
বন্ধ ঘরের কবন্ধ কালো অন্ধকারে—
মনে মনে বৃথা হারানো দিনের সূত্র ধরি।
কি হ'ল, হল না, শত আবর্ত অবিশ্রাম
ছায়া ছায়া সব, মনে মনে কাঁপে ক্লান্ত নাম।

সীমায়িত এই মনের জমিতে পদচারণ
শত সুড়ঙ্গে ঘুরে ঘুরে দিশা হারায় মন,
হঠাৎ কখন অর্ধচেতন রাতের বাঁকে—
আঁধারে উধাও বর্শার মত, মত্ত সুর···
তীব্র তরল ইঙ্গিতে জ্বলে অনেক দূর,
কে যেন কালের অন্তরশায়ী যন্ত্রণাকে
জানাল হঠাৎ; কাঁপিয়ে সুপ্ত সপ্তগ্রাম—
বিছানায় শুয়ে শুনি দিশাহারা অন্ধকারে,
কে জানে কোথায় চ'লে গেল বুঝি শেষের ট্রাম।

পরিণতিহারা এই নাগরিক নিঃস্বতায়—
ইঙ্গিত-গাঢ় বিদ্যুৎ-স্বর কাঁপে হাওয়ায়···
আঁধারে উধাও, চলেছে কোথায়? কোথায় শেষ?
চাপা শঙ্কায় থরথর কাঁপে মাটির দেশ।

জানি এ পথের শেষ নেই দূর দিগন্তের
বনানী-নীলিম শূন্য-আঁধার দিনের গায়,
মনে মনে জানি, ভীত অবশেষ এই পথের
অতি-পরিমিত মহানাগরিক নিঃস্বতায়।
জানি সব জানি, তবুও যে কথা জানি না তার
আবেগে অবাক্, টলমল করে অন্ধকার॥

কেন

'প্রকৃতির প্রয়োজনে' বলেছেন শোপেনহাওয়ার,
'দেওয়া নেওয়া খেলা চলে, তুমি আমি কিছু নই তাতে'।
তবুও যখন মন ছোঁয়া পায় দখিন হাওয়ার—
কেন জানি ভরে ওঠে অবাক অবুঝ বেদনাতে।

ইতিহাসে, দর্শনে, আমরা তো সংখ্যার ফাঁকি।
কাগজে কাগজে জানি আমাদের কথা কিছু নয়।
সব কথা শেষ হলে, একটি কথাই থাকে বাকি—
আমাদের মনে মনে—কেন এত, এত বিস্ময়!

প্রিয়তমাকে

আমি তো কেবল ভেঙে ভেঙে মন
সূর্যের সোনা, মমতা মাটির,
মর-জীবনের কান্না—হাজার কান্নাকে দিয়ে—
গড়েছি তোমার খেলেনা, অবুঝ খেলেনা, তোমার
ক্ষণ-খেয়ালের খেলার পুতুল।
গড়েছি আমার গূঢ় কামনায়, রক্তে রক্তে,
দিনের দীপ্তি, তমসা রাতের, ছিন্নভিন্ন করেছি আমার,
দীর্ণ দীর্ণ করেছি জীবন, গড়িতে তোমার
. খেলেনা, তোমার ক্ষণ-খেয়ালের খেলার পুতুল!

কি হ'ল তাদের? কি হ'ল তাদের?
কখনও তাদের ধরেছ দু-হাতে, কখনও ধূলোয় ফেলেছ,
কখনও ভুলেছ আলসে, কখনও তাদের খর-কৌতুকে ভেঙেছ,
কখনও ভাসিয়ে দিয়েছ কালের সোঁতায়···কখনও আবার,
লঘু-কৌতুকে হেসেছ, আবার ভুলেছ তাদের।
কি হ'ল তাদের, কি হ'ল? বৃথাই প্রশ্ন আমার,
কান্না আমার, কি হ'ল তাদের? কি হ'ল? জীবন
আশা-আনন্দে, দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বে, ধূলি ও রক্তে
দাঁড়াল কোথায়? দাঁড়াল কোথায়, হৃদয় আমার?
মানবী! আমার আকাশ পৃথিবী ছোঁয় নি তোমায়,
অশ্রু-রক্ত দেয়নিকো রঙ, জীবন আমার দেয়নিকো দোলা,
দেয় নি তোমায়, দেয় নি কিছুই জীবন আমার?
দেয় নি, দেয় নি হৃদয় আমার! দেয় নি কখনও?

এ কি নিরর্থ জীবন, বন্ধ্যা জীবন
কেবল ফিরেছে শূন্যে, ফিরেছে কেবল
পীড়িত শূন্যে, ফিরেছে আপন তুচ্ছতা নিয়ে
তুচ্ছতা দিয়ে, ক্লান্ত কালের কক্ষে কক্ষে,
এতকাল! এ কি কোন্ দেবতার রূঢ় কৌতুক,
মূঢ় কৌতুক, কোন নির্মম দূর দেবতার?
এতকাল, এ কি করেছি বহন, অসহ সহন
করেছি কালের কক্ষে কক্ষে, এতকাল!
কেন, কেন এতকাল করেছি বহন?

মানবী! আমার জন্ম-জীবন, ভেঙে ভেঙে মন,
গড়েছি তোমার খেলেনাই, শুধু গড়েছি কেবল!
আকাশ, পৃথিবী বন্ধ্যা আমার, তুচ্ছ জীবন,
স্বপ্ন আমার তুচ্ছ তুচ্ছ। গড়েছি শুধুই
মুগ্ধ পুতুল, গড়েছি কি শুধু ক্ষণ-খেয়ালের?
বলো, আজ বলো, দিই নি কিছুই, দিই নি কখনও
আলো আকাশের, মাটির ফসল, শিখায়িত
মর-চেতনার প্রেম, হয় নি কখনও? হয় নি কিছুই,
জীবনে জীবনে, দীর্ণ দীর্ণ হয়েছি শুধুই, গড়িতে তোমার
খেলেনা, তোমার ক্ষণ-খেয়ালের খেলার পুতুল!

রাত্রি এল

রাত্রি এল দীর্ঘদেহ বাদুড়ের মত।
পাখায় পাখায় তার নিষেধের নিঃশব্দ সঞ্চার···
অন্ধ বোবা অন্ধকারে মনের মুখর প্রশ্ন যত,
লেপে দিল শূন্যতায়।
বলয়িত সৃষ্টি-সীমানায়—
মুছে দিল চিহ্নরাগ চিরক্ষুব্ধ জন্মজনতার।
মনে মনে স্বপ্ন দেখিলাম—
ঘাসের ঘ্রাণেতে ভরা, হেমন্তে সোনালী কত গ্রাম
আনমিত ধানশিষে, ধীরে ধীরে, হয়ে গেল ছাই।
নিঃসঙ্গ ভিটের বুকে বাতাসের নির্বেদ শানাই
কী করে যে শূন্য হল! মনে মনে, স্বপ্ন দেখিলাম—
সূর্যসম্ভাবনাহীন শূন্যতায় নির্জন পৃথিবী,
হারাইল আপনার নাম,
মনে মনে, স্বপ্ন দেখিলাম॥

রাত্রি এল দীর্ঘদেহ বাদুড়ের মত—
তমসার হিমরসে মুছে মুছে হৃদয়ের কথা।
একাকার সব স্বর! গড়িল নিরন্ধ্র নীরবতা
দিক্‌দেশলুপ্ত এক অবিচল আবদ্ধ সমাধি।
—দেখাল নিরর্থ অন্ত; দেখাল সে দুর্বিরোধ আদি,
আমি দেখিলাম—
দিগন্তবলয় জুড়ে নেমে এল নীরব নগ্নতা,
মুছে গেল স্বর্ণদেহ গ্রাম।

অন্ধকারে ভরে গেল মন।
সমস্ত কালের ক্লান্তি পাষাণের মত নিশ্চেতন,
ব্যাপিল জীবন।
সর্ব অবয়ব-হারা শূন্যতায় হারাল সংসার।
ভূগর্ভে প্রোথিত কোনও খনিজের ব্যর্থ হাহাকার,
জাগাইল নীরব স্পন্দন···
অন্ধকারে ভরিল জীবন।

নেতিনিষ্ঠ এ হৃদয়ে, রাত্রি এল লুপ্তকামনার—
দীর্ঘদেহ সে বাদুড় নেমে এল নিঃশব্দ হৃদয়ে···
পাখায় পাখায় তার, নিষেধের তুহিন সঞ্চার···
রাত্রি এল, লুপ্তকামনার।

সকাল

চড়ুই করছে কিচিরমিচির,
কে যেন কইছে তুচ্ছ কথা,
একঘেয়ে সুরে ফেরিওলা হেঁকে যায়,—
হাজারো আওয়াজ এলোমেলো ভাবে
সকালবেলার যে নীরবতা,
ভাঙছে, গড়ছে, জুড়ছে, শূন্যতায়।

রান্নার ভাপে হাওয়া ভারী হ'ল,
কাপড় কাচছে আওয়াজ ক'রে,
ছড়ছড় জল পড়ছে কলতলায়,—
হাল্কা হাসির শব্দ আসছে,
হাওয়ায় পর্দা কাঁপছে ঘরে,
একাকার নীল আকাশের চেতনায়।

রোদ শুয়ে থাকে ধুলোয়, কাদায়,
হাজারো মানুষ আসে আর যায়,
মাটি নির্বাক ; অন্ধ হৃদয়, মন ;
কাজে ও অকাজে, হেলায়-ফেলায়,
অবাক সোনালী সকালবেলায়,
আড়াল করেছে অসীম আকাশ পৃথিবীর আয়োজন।

অজানা কালের কোনও সকালের আলোয় যদি
চোখে পড়ে এই আকাশ-পৃথিবী-দিগ্বলয় ;—
কত আসা-যাওয়া, অজস্র সুর-শব্দময়
মোহ-মসৃণ আকাশ ওপরে আলোয় ধোয়া,
প্রাণপণে যাকে পেতে চাই, তবু যায় না ছোঁয়া,
উড়ে যায় কোন উজ্জ্বল পাখি মেঘের বুকে—
গ্রামের ওপরে উড়ে উড়ে ঘোরে হাল্কা ধোঁয়া—
সূর্যের স্নেহ ঝ'রে ঝরে পড়ে পৃথিবীময়।
অজানা কালের কোনও সকালের আলোয় যদি—
চোখে পড়ে এই আকাশ-পৃথিবী-দিগ্বলয় !

স্বগত

আমি তো আমাকে ঘিরে কথা আর কথা গেঁথে চলি।
মাঝে মাঝে ঢেউ ভাঙে, কেন আমি, কাকে কথা বলি ?
পৃথিবীর মুখোমুখি জীবন নীরবে চেয়ে থাকে,—
তখন তাকাও যদি, ফিরে পাই আবার আমাকে।
প্রাণের অমের মোহে আবার অজানা পথে চলি।

কথা

১

যত কথা সব, সব-ই যে অর্থহীন,
সবই যে শূন্য বিপর্যস্ত লাগে,—
ছাই হয়ে গেল প্রলাপমুখর দিন,
বন্দী নগরী কুয়াশার ছায়া-পাশে।
আজ সন্ধ্যায় মাঠের হলুদ ঘাসে,
মৃত পতঙ্গ কিসের স্বপ্নলীন ?
ঘিঙ্কাপে ঘষা কাঠের চাকলা জেলে···
চলেছে আলাপ, কোথায় বলো কি পেলে ?
হ'ল নাকি কিছু আজও শহর চষে ?
ধুয়ে ফুটপাত, পুরনো হলুদ ঘষে,
কুয়াশার সাথে নাও রান্নার ঘ্রাণ—
ভাল না লাগলে একটি কোণায় বসে,
একা ফেলে যাও খোলামকুচির দান।
তারপরে, রাত ঘন হবে, ঘন আরো,
টেনে নিয়ো চট শূন্য বুকের পর,
ঘুমে ভুল করে হয়তো তাকাতে পারো—
কাছে মনে হবে, তারা-জ্বলা প্রান্তর।
হয়তো আবার সপ্ত-ঋষির মত—
মনে পড়ে যাবে ফেলে-আসা সেই ঘর।

২

ক্লান্ত কলম শাদা কাগজের গায়
এঁকেবেঁকে চলে যায়,
যে-কথা বলার, সে-কথা পাই না খুঁজে—
শ্বাস রোধ করে ক্ষুব্ধ কী বেদনায়।

শুধু কলম শাদা কাগজের গায়—
রক্তের দাগ এঁকে রেখে যেতে চায়,
জীবন-মৃত্যু, উদ্ধত ইতিহাস—
থরোথরো করে উত্তাল চেতনায়।
কেন যে শিলায়, সময়ের প্রান্তরে
রাখি জীবনের অসহ্-স্বাক্ষর !
জানি নাকো। তবু, অক্ষরে অক্ষরে,
রাত্রিরুদ্ধ এই পৃথিবীর স্বর
মুখরিত হয়। কী জানি, কেন যে তার—
হিসেব রাখি না। রাখতে চাই না আর।
শুধুই কলম, শাদা কাগজের গায়—
রক্তের দাগ এঁকে রেখে যেতে চায়।

৩

কথা শুধু কথা, কথা দিয়েই,
জন্মের দেনা শোধ করি—
কথা শুধু কথা, কথা দিয়েই
আত্ম-চেতনা বোধ করি।
কথা শুধু কথা, কথা দিয়েই,
মৃত্যুর বাহু রোধ করি—
কথা শুধু কথা, কথা দিয়েই,
জন্মের দেনা শোধ করি।

আজ সারারাত

আজ সারারাত পাতারা কাঁপবে ভিজে হাওয়ায়,
বৃষ্টি পড়বে নম্র কোমল রাতের গায়!
শিরায় শিরায়, ধুয়ে ধুয়ে যাবে অন্ধকার—
মুগ্ধ মেঘেরা ঘুরবে অবাধ শূন্যতায়।

আজ সারারাত শিকড়ে শাখায় গাছের দল—
মাখবে বাতাস। পান ক'রে নেবে বৃষ্টিজল।
নরম কাদায় ভাঙবে নীরব বীজের ঘুম।
মাটির গন্ধে জাগবে মাঠের মৃত কুসুম।

আজ সারারাত বৃষ্টি পড়বে—সারাটা রাত—
হৃদয়ে হৃদয়ে দোলা দিয়ে যাবে হাওয়ার হাত।
সূর্য-বলয় পার হয়ে দূর তিমির-লোক—
ঘিরবে তোমায়-আমায়। ভরবে অন্ধ চোখ।

আজ সারারাত গূঢ় দুরাশায় কাঁপবে প্রাণ,
মরে-আসা ম্লান স্বপ্ন-সোঁতায় আসবে বান,
হাওয়ায় ভাসবে সবুজ ধানের স্বপ্নস্বর—
আজ সারারাত আকাশ-মাটির উঠবে গান।

কখন ক্লান্ত হৃদয় খুঁজেছে অন্ধকার!
পাই নি অন্ত, বন্দী-জীবন-যন্ত্রণার।
এখন হঠাৎ বিদ্যুৎ-নীল উদ্ভাসন—
যুগান্তরের অজানা আশায় কাঁপায় মন।

এ রাত কি দেবে একটি দিনের স্বর্ণস্বাদ ?
জীবনে জড়াবে ধানশিশুদের আশীর্বাদ !
দেবে কি মৌন মায়াবী আকাশ, নম্রনীল—
স্বর্গের বুকে ঘুরে-ঘুরে-ওড়া শঙ্খচিল ?

কি জানি কে জানে !   এখন কেবল সারাটা রাত—
অন্ধকারেতে দোলা দিয়ে যাক্ হাওয়ার হাত !
গাছেরা দুলুক, ভিজুক পৃথিবী, শুধু আকাশ—
এনে দিক মনে দূর মৃত্যুর কল্পাভাস।

পঁচিশে বৈশাখ

পঁচিশে বৈশাখ এল, আমাদের রুদ্ধদ্বার মনে—
একবার তাকালাম ক্লান্তিভরা অস্বচ্ছ দু-চোখে।
অভিশাপ-তিক্তস্বরে মন্ত্রিত হ'ল না মন্ত্র আর,
কাঁপা কাঁপা, বাঁকা হাতে, খ'সে গেল আলোর অঞ্জলি···
কারা যেন আসে যায়, কি কোথায় হয়েছে কি জানি।
বন্দী অবচেতনায় অবলুপ্ত পঁচিশে বৈশাখ।

আকাশে উজ্জ্বল আলো অকরুণ বৈশাখী দিনের,
সারা দিন পথে পথে, ঘুরে ঘুরে বেলা কেটে যায়—
বেদের বাঁশির মত একটানা শহরের স্বর
কাঁপায় আমার মন। পথের হাওয়ায় ধূলো ওড়ে।
ক্রমশ দিনের দেহ ছাই হয়ে, কালো হয়ে যায়···
অজানা রাতের হ্রদে ভেসে যায় পঁচিশে বৈশাখ।

মাঝে মাঝে মনে হয়, কেন আসে পঁচিশে বৈশাখ ?
আমাদের গ্লানি আর অন্ধকার আত্ম-ছলনার
বিষণ্ণ বিবরে কেন, কীটদষ্ট প্রাণের কোটরে ?
মৃত কৈশোরের মত ক্ষীণায়ু স্মৃতির আভা নিয়ে,
কলুষিত হয়ে ফেরে প্রাণহীন মূঢ় উচ্চারণে।
ইতিহাসে অন্ধ যারা, উল্লসিত আত্ম-অপচয়ে,
তাদের মরণ-স্বপ্নে, কেন আসে পঁচিশে বৈশাখ ?

তুমি যে আকাশগঙ্গা নিত্যকাল তোমার ধারায়
স্নান করি, প্রাণ পাই। তৃপ্তিলীন হৃদয় আমার।
মনে হয় এ জীবন সকালের মেঘের মতন
আলোয় হাওয়ায় ভাসে, বুকে তার পুঞ্জিত প্রসাদ।
পেয়েছি উজ্জ্বল চূড়া সময়ের নিষ্ফল সীমায়···
নিঃস্ব-নিরাশার কূলে রৌদ্রস্নাত পঁচিশে বৈশাখ।

জন্মদিন : দিনের জন্ম

হঠাৎ রোদের সোনালী সঙীনে ছিঁড়ল মলিন মেঘের জাল,
হঠাৎ হাওয়ার দু-হাতে ঘুচল আকাশ-মাটির অন্তরাল।
কি এক সোনালী খুশির প্লাবন নামল অবাক মাটির গায়—
পড়ে-থাকা কালো ক্লান্ত শহর এক হল নীল শূন্যতায়।
অনেক অনড় পাঁচিল পেরিয়ে ছুঁয়ে গেল কত ব্যর্থ মন,
কি এল হঠাৎ! কি এল হঠাৎ? এ কোন অজানা উজ্জীবন!
উঁচু নিচু বোবা ইটে আর কাঠে, একি উজ্জ্বল সম্প্রসার···
আহা, এইবার বিবরে বিবরে, ধুয়ে ধুয়ে গেল অন্ধকার।
জাগ্‌ল এ-দিন, উজ্জ্বল লাল, যেন উদ্ধত রক্তাশোক!
মনে হল এই দিনের জন্ম, হৃদয়ে হৃদয়ে নিরন্তর—
ধ্বনিত হোক্।
ধ্বনিত হোক্॥

নির্জন স্বাক্ষর

হারানো দুপুরে কোনও বটে-ভাঙা পাথরের গায়
আপনার নাম—
মনে পড়ে, একদিন কি জানি কি অজানা আশায়
লিখিয়াছিলাম।
মনে ছিল কেউ যদি কোনও দিন পথ ভুলে-ভুলে—
আসে যদি একা,—
আমার নামের সাথে, অজানা দিনের উপকূলে,
হবে তার দেখা।
কাঁটাঝোপ, রুখুঘাস, ঝুরিঝরা বটের ছায়ায়,
পাখিদের স্বর।
চারিপাশে কিছু নেই। নির্জন পাথরের গায়—
শুধু স্বাক্ষর॥
মনে ছিল কেউ যদি কোনও দিন পথ ভুলে-ভুলে,
এই খানে একা—
নীরবে দাঁড়ায় এসে, আমার নামের সাথে তার,
হতে পারে দেখা।

হয়ত বা তারও আগে, ধীরে ধীরে সময়ের হাতে
মুছে যাবে সব।
মুখর ঘোষণা তার, একে একে, শীতে বর্ষাতে,
—হইবে নীরব।
ঢেকে দেবে ঘনঘাস। তবু সেই পাথরের গায়,
প্রহরের পরেতে প্রহর—
জেগে রবে চিরকাল, কাঁটা-ঘেরা গূঢ় তমসায়—
নির্জন সেই স্বাক্ষর।

বৃক্ষ হব

মনে হয়, যেন কোনও দীর্ঘদেহ বিষণ্ণ তরুর,—
আত্মস্থ চেতনা নিয়ে, একা থাকি, সময়ের বুকে
জটিল প্রাণের মূল অতল তমসাতলে নামে,—
শ্যামায়িত সপ্ত শাখা, ঊর্ধ্ববাহু সৌর-চেতনায়…

মনে হয় ছায়া দিয়ে ঘিরে থাকি মহাপৃথিবীকে—
মণ্ডিত মরণদ্বন্দ্বে, সঙ্গী পাক্ মত্ত মহাকাল,
নিরাবেগ নিত্যতায় আলো-ছায়া কালের কাকলী।
অনাদি উদয়াচলে ধ্রুবদৃষ্টি প্রার্থনা জানায়।

চিরায়ত মহাকাশে, চিররুদ্ধ মাটির জঠরে,
চিরক্ষুব্ধ প্রাণলোকে, অবিচল আত্ম-চেতনার
নীরব নিভৃতি নিয়ে, জেগে থাকি, নিস্পন্দ নয়নে,
আশার সমুদ্র পারে, ধ্রুবসত্ত্ব, নিঃসঙ্গ একাকী—।

অজর অমেয় প্রাণ, এক হোক বাণীহীন মনে,
আলোকে, আঁধারে, শূন্যে চিরপ্রাণ একা চেয়ে থাকি।

দিনগত

সন্ধ্যার পর ধোঁয়া আর কোলাহলে—
ঢেকে যায় পথ। ভাঁটিতে চুল্লী জ্বলে।
টিনে-ঢাকা কালো কবরের তলে তলে
শ্বাস-চাপা লাল মোমের আগুন জ্বলে।
ধুলো-ঢাকা দেহ দু-একটা লোক এসে,
রাস্তার 'পরে চেয়ে থাকে অনিমেষে।
কি যে দেখে, আর কি যে শোনে, তার মানে—
তারা তো জানে না। ইতিহাস বুঝি জানে।
হঠাৎ চমকে এসে-পড়া লরিগুলো,
চিরে যায় ছায়া প্রখর আলোর শূলে—
কুণ্ডলী করে পাকে পাকে ওড়ে ধুলো,
কেঁপে ওঠে মন রক্তে কি ঢেউ তুলে।
মরা জ্যোৎস্নার আলো নামে খাল-পারে,
পাতা-ঝরা যত গাছেরা অন্ধকারে,
ছায়া ফেলে যায় ক্লান্ত জলের গায়,—
ব্রিজের উপরে তখন দাঁড়ালে একা,
একটানা আলো দক্ষিণে যাবে দেখা,
রেখা চ'লে গেছে ভাঙড়ের ভাঙা হাটে,
খর রোদ্দুর যেখানেতে ক্ষন খাটে···
নোনা-ভরা গাঙ, বোবা মাঠ, ধু-ধু বালি—
মৌন শকুন, ম্লান সন্দেশখালি
আরও কত দূরে কি যেন কি নাম তার···

এখন এখানে ধূমল অন্ধকার
ঘনীভূত হয় অটুট যন্ত্রণায়—।
ঘনীভূত হয় নিশ্বাসহারা রাতে,
ভাঙা রেকর্ডের খিন্ন-কণ্ঠ গানে—
ভবিষ্যহীন মানুষের প্রাণে প্রাণে,
একা আয়ুহীন হৃদয়ের অপঘাতে।
পথের হোটেলে জলে বেলোয়ারী আলো,
দেয়ালেতে মূঢ় ছায়া কাঁপে কালো কালো,
ছায়া মাথা ঠোকে দেয়ালের গায়ে গায়,
বুদ্বুদ-গূঢ় নাগরী শূন্যতায়—
নেমেছে সন্ধ্যা নিঃস্ব কি কোলাহলে,
এল রাত এল···ভাঁটিতে চুল্লি জলে।

আশা তো করি না নীল-নির্জন স্বাদ
আকাশে এখন প্রসারিত অবসাদ,
মনে মনে জলে—বোবা মাঠ, ধু-ধু বালি
অবুঝ হাওয়ার উন্মাদ হাততালি
বৈশাখী মাঠে রুক্ষ বটের পর—
পার হই দিক, দগ্ধ দিগন্তর,
নির্জন গ্রাম, বিধ্বস্ত অবশেষ—
ভয়ে ভাষাহারা পাগোল বাংলা দেশ।
আসা আর যাওয়া, চাওয়া-পাওয়া, ভালবাসা ;
ঘুরে ঘুরে পড়ে ময়দানবের পাশা—।

কি আছে কোথায় ? এই তো পথের বাঁকে
চ'লে যায় বাস, কণ্ডাক্টার ডাকে।
নিশ্বাস নিয়ে পায়ে পায়ে গিয়ে ধীরে—
আবার পুরনো কোটরেতে যাব ফিরে।
সবই সনাতন নিয়মের চাকা বাঁধা,
এরই মাঝখানে ওঠা-নামা, হাসা-কাঁদা।

তবুও ব্রিজের উপরে দাঁড়িয়ে একা—
পুরনো কাঠের কারখানা গেলে দেখা,
যতদূর চাই ছায়া-দিগন্ত ঘিরে,
ধোঁয়া-চাপা আলো কাঁপে আকাশের তীরে,
কি এক অসহ বাসনায় দোলে মন,
আশা করে কোন অজানা বিস্ফোরণ—
মৃত্যুর জাল ছিন্নভিন্ন ক'রে,
লিখে দিতে নাম তারকার অক্ষরে,
দুরাশা দোলায়। তার পর মাঠে মাঠে,
প্রহরের পর মৌন প্রহর কাটে,
কি জানি কোথায় ইতিহাস পথ হাটে,
ধু-ধু তৃণহীন রুক্ষ তেপান্তরে।

সর্বাস্তিক

মানুষের গান গাও, যন্ত্রের যন্ত্রণা শুনেছ কি?
অসমাপ্ত ইতিহাস, অবরুদ্ধ সম্ভাবনা তার,
নিবিড় নিহিত কান্না অসহায় ইস্পাতে পাথরে!
শোনোনি কি আর্তস্বর অন্ধকারে বন্দী খনিজের?
মাটিতে মেশেনি চোখ? কোনও দিন দেখনি ক' তুমি,
লেলিহান মরুজিহ্বা গ্রসমান শস্যময়ী ভূমি?
নষ্টনীড় জনপদে জ্বলে মরে বন্ধ্যা বালুকণা…
নাগরিক নিঃস্বতায় প্রাণপণ্য শোধে জন্মঋণ!

অন্ধকারে এতকাল মাথা গুঁজে ভেবেছি নীরবে,
ভাঙে গড়ে সৃষ্টি কোনো অজানিত মত্ত মহাকাল।
খেয়ালী খেলায় তার ফোটে-টোটে, আসে-ভাসে, যায়
প্রাণ। আনে মৃত্যুবাণ, সুখশায়ী শূন্য-সীমা থেকে
ভ্রূকুটি-বিপ্লবে তার। আজ দেখি---নয়, তাও নয়,
স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে, আমাদের-ই ভ্রষ্ট ইতিহাস
সৃষ্টিকে লাঞ্ছিত করে। আমাদের-ই কৃতির বিকৃতি—
মৃত্যুকে ধাতব করে। দীপ্ত করে ধূসর ধ্বংসকে।
আমাদের-ই পরাজয় উচ্চারিত প্লাবনে প্লাবনে—
মানুষের গান গাও, পৃথিবীর কান্না শোনো নাকি ?

অন্ধকারে অবিচল চেয়ে থাকি ঈশ্বরের মতো।
বিভক্ত আমার সৃষ্টি, মাথা তোলে লুব্ধ লুসিফর,
বজ্রাগ্নি হানিতে হবে—নিমেষে নিঃশেষ পরাজয়—
এনে দিতে হবে আজ রূঢ় মৃত্যু কুটিল দম্ভের।
শানিত পরশু হাতে মাথা তোলে বাহত যৌবন—
মৃত্যুতে সে অবিচল। ক্রোধে তার পিঙ্গল নয়ন।
উত্তেজিত শিরাস্নায়ু থরথর সৃষ্টি-চেতনায়।
মানুষের কান্না-কীর্ণ স্থলে-জলে যন্ত্রের জঠরে,
সৃষ্টির আদিম তৃষা পথভ্রষ্ট হল ইতিহাসে—
কোটরে, কুটিরে, সেই এক-ই ছায়া লুব্ধ শকুনের।
জড়ে, যন্ত্রে, প্রাণে, সেই এক-ই মৃত্যু চিহ্ন আঁকে নাকি ?

জোয়ার

আমি চেয়ে দেখিনিকো সকালের প্রথম সূর্যকে।
ভয় ছিল আমাদের লক্ষ্যহীন দীপ্তিহীন চোখে
সে উদয় ব্যর্থ হবে। ভয় ছিল ভ্রষ্ট মনে মনে—
দেবে সে উজ্জ্বল জ্বালা। পথ-নেই নিরর্থ জীবনে,
বেদনা জাগাবে শুধু বিস্ময়ের আরক্ত আঘাতে।
আমি তাই অবসন্ন চেতনার ঘন কুয়াশাতে—
গতিহীন অবরোধে, আত্মগত মূঢ় দ্বৈপায়নে,
আশ্রয় খুঁজেছি কোনও অবলুপ্ত স্মৃতির ছায়াতে।

ক্রমশঃ দুপুর এল। দেহহীন আকাশের সোনা
ছড়াল মাটিতে মনে, জড়ালো সে পৃথিবীর বুক।
অবাক জোয়ার এল শহরের শিরায় শিরায়—
এঁকে দিল মনে মনে সোনালী প্রাণের আল্পনা,
চারিপাশে চেয়ে দেখি কী অগাধ, কী অবাধ সুখ!
দাঁড়ালাম চোখ মেলে চিরায়ু জীবন-চেতনায়॥

৩

উদ্যোগপর্ব

রক্তমুখী বিমানেরা সারারাত আকাশের গায়—
মৃত্যুকে প্রার্থনা করে। মেঘরুদ্ধ মরু-শূন্যতায়,
শত্রুকে আহ্বান করে। নিচে নিয়ে মাটির জঠরে—
আয়ুহীন শস্যভ্রূণ অন্ধকারে পুড়ে পুড়ে মরে,
কান্না তার অবরুদ্ধ অতন্দ্রিত রাত্রি-চেতনায়।

জানি আমি শাস্তি নেই, শান্তি নেই সংগ্রামে বিরামে,
জানি আমি মুক্তি নেই, মুক্তি নেই জয়ে পরাজয়ে,—
উল্লাসের অন্তরালে বঞ্চনার অভিশাপ নামে।
জীবন জাগায় মৃত্যু। অন্ধকারে লোভ হয় জমা।
ফণা তোলে দুষ্ট আশা। রক্তপায়ী কালের প্রণামে—
করোটি কঙ্কাল জমে, তবু কাল করে না'ত ক্ষমা।

জেনেছি অনেক রক্তে উর্বরা এ পৃথিবীর মাটি।
অনেক প্রাণের বীজে ফসল ফলেছে পরিপাটি।
জেনেছি মরণ-মূল্যে মলিন পৃথিবী মনোরমা॥

একুশে

১

দু-হাতে জড়াতে চাই আলো-ছায়া জীবন মৃত্যুকে,—
একাকার হতে চাই স্পন্দমান পৃথিবীর বুকে
উন্মথিত ইতিহাসে। পেতে চাই সময়ের আয়ু—
স্বপ্নে, সাধনায়, প্রশ্নে, ব্যাপ্তডানা জীবন-জটায়ু
অজস্র সময়ে প্রাণে, সীমাহীন সৃষ্টিচেতনায়।
—দুরন্ত পাখির মত ওড়ে গান দিগন্ত কোনায়
খররক্ত তরঙ্গিত এ-আকুল তপ্ত শিরানায়ু—
মৃত্যুরও অতীত মুক্তি ফিরে চায় মুক্ত কামনায়।

সময়ের বুকে প্রাণ থরোথর পতাকার মত
সঙ্গীহীন কাঁপে একা। মুক্তি চাই, মুক্ত দেশে কালে
সূর্যবলয়ের বুকে, উজ্জীবন্ত উজ্জ্বল সকালে,
অমৃতমন্থনক্ষুব্ধ মানুষের মত্ত ইতিহাসে,—
আমার হৃদয় কাঁপে দুরাশার দুঃসহ বাতাসে
ধ্রুব পৃথিবীর বুকে, ঋতুরঙ্গে,—তালে ও তমালে।

একুশে

২

সারাদিন এ-হৃদয় ঘোরে কত দূর দ্বীপে দ্বীপে,
শহরের পথে যেতে সাগরের দেখে দিকসীমা—
দূরে নারিকেল বন ঝলমল তারার প্রদীপে,
অবাক রাতের দেহে কালহারা কিসের মহিমা ?
ঘননীল পাখী যত ডানা নাড়ে এ হৃদয়-নীড়ে,
পেতে চায় কোনো দূর আকাশের, চেতনার, স্বাদ।
ক্লান্তি ও কান্নায় চলমান মানুষের ভীড়ে—
দুরাশার হাওয়া আসে, অনাগত প্রাণের প্রসাদ।

মনে হয়, এ শহর মাটির নোঙর ছিঁড়ে ফেলে,
যেতে পারে দূরকালে। আজ এই আকাশের গায়—
দেখে সে আপন মুখ। ভাবে বুঝি, 'আজ ভেসে গেলে
পাব' কোন তটতীর'। টলমল আশা বেদনায়
আমার-ই মনের মত হৃদয়ের সীমানা হারালে,—
সে আমার কাছে আসে। সে আমার সাথী হতে চায়॥

ক্রা ন্তি কা ল

শরৎ, ১৯৫২—বর্ষা, ১৯৫৩

আকাশ নির্জন তবু

আকাশ নির্জন তবু—সূর্য, তারা, সময়ের নীড়।
যদি তুমি তার মত নিস্তব্ধ নিবিড় হতে পারো—
হয়তো আত্মরত্যুতি পাবে তুমি। হয়তো তোমারও
তটহীন তমসায় দেখা দেবে সবিতৃ-শরীর।
নির্জন মুহূর্তে যদি স্নান করো নিস্তব্ধ আকাশে—
হয়তো বিস্তৃত হবে স্পন্দহীন ঈথরের মত
অখণ্ড অবাধ হবে। লোকে লোকে হবে অব্যাহত,
কোনও দূর তারকায়; পৃথিবীর প্রান্তলীন ঘাসে—
হবে—দ্বিধাবন্ধহীন চেতনায় নিঃশব্দে আবৃত।

যদি তুমি ভ্রষ্ট হও, চেয়ে দেখ নির্লিপ্ত আকাশে।
অনেক আকাশগঙ্গা, ছায়াপথ, মায়ামন্দাকিনী,
তবুও সে এত কাছে, মনে হয়, চিনি আমি চিনি,
আমার-ই চেতনা যেন নীলাকাশে ব্যাপ্ত হয়ে আসে;
গড়ি মুগ্ধ মেঘনীড়, উড়ে যায় যাযাবর হাঁস···
আলো-ছায়া-অন্ধকার; বেঁকে যায় ব্যস্ত বায়ুবেগ
আঁকে তারা ছায়াচিহ্ন; মনে মনে নিত্যনিরাবেগ
নিঃসঙ্গ আকাশ খুঁজি। যে আকাশ, আমার-ই আকাশ॥

রেসারেকশান : প্রার্থনা

মৃত্যুর অতলে কোনও বাণীর বুদ্বুদ ওঠে না'কো।
সানন্দ বন্ধুর স্বর। গাঢ় স্বর মায়াবী প্রেমের,
পিতার সতর্ক স্বর। কিছু নেই, নেই কিছু আর···
নীরব নির্বেদে শুধু ভস্মীভূত শূন্যতার কূলে—
সময়-সীমানা-হারা অন্তহীন হ্রদ তমসার।

মাঝে মাঝে মনে হয় চিহ্নিত কালের কূল ছেড়ে,
সে অতলে নামি একা। স্নান করি গূঢ় অন্ধকারে—
যে অচল অন্ধকার ধরে আছে আলোর বুদ্বুদ,
কালের আলেয়া-মালা। যে আদিম প্রত্যয়ের বুকে
বিচ্ছুরিত সৃষ্টিস্বপ্ন। যে আঁধারে প্রলয়েরও লয়···
সংশয় কুয়াশাহরা, সর্বহারা নিঃসীম আঁধারে
স্নান করি। প্রাণ পাই। মুছে যাক চেতনার দাগ।
—ক্ষরিত হৃদয়রক্ত ধুয়ে ধুয়ে নির্মল আঁধারে,
মৃত্যুস্নানে মুছে যাক ক্ষতচিহ্ন স্মৃতি-বিস্মৃতির।

হয়তো বা সে গহনে মৃত্যুহীন অদৃশ্য অসীমে—
ভ্রষ্টকাম এ মানসে রূপ নেবে নব নচিকেতা।
প্রাণের প্রার্থিত প্রশ্ন পাবে তার পরম নির্বাণ,
একটি প্রত্যয় পাবে,—হৃদয়ের অব্যয় প্রসাদ,
ধারাবাহী জীবনের অক্ষয় পাথেয় পাবে বুঝি,
কী এষণা জন্মে জন্মে, পথে পথে কার অন্বেষণ ?

রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখার পর

এখানে আকাশ নেই, আলোকের আনন্দ-উচ্চার।
এখানে আহত আর্ত আঁকাবাঁকা ভগ্ন ভয়ানক
ধারণার ভ্রষ্ট ভ্রূণ, ক্লেদরক্ত লাঞ্ছিত কায়ায়
মাথা তোলে পৃথিবীতে। কবরের কবন্ধ ছায়ায়—
মাথা কোটে। রুদ্ধমুখ, অতিকায় আগ্নেয়গিরির
কঠিন ফাটলে কাঁপে কাঁটাগাছ। আশ্চর্য জীবন
জড়ের রূঢ়তা ভাঙে, মানে না সে মৃত্যুর শাসন,
যদিও নিহত মাটি, অন্ধকারে দোলে পোড়াঘাস,
—তার-ই মাঝে হেসে ওঠে লালসার পাটল আভাস,
বস্তুর স্থূলতা ভেঙে ছন্দে ছন্দে উচ্চারিত হয়—
জয়। জয়। জয়।

চিনি তাকে চিনি—
রোমাঞ্চিত নাভিপদ্মে খরক্ষিপ্র নীরব নাগিনী
পাকে পাকে আনে প্রাণ। গড়ে রূপ দীপ্ত দেহাভাসে।
আনে বিবর্তিত বেগ বোবা বায়ু বধির বাতাসে।
আঁকাবাঁকা আলোড়নে জীবনের জাগায় জিজ্ঞাসা,
দেহে দেহে নির্বিশেষ কি জানি কি অস্থির পিপাসা
অসহ তরঙ্গ তোলে। নবজন্মে, নিশ্চিত মরণে—
নিঃশেষে উপেক্ষা করে সময়ের খর আক্রমণে,
সে একা দুরন্ত দীপ্ত দয়াহীন মত্ত মায়াবিনী,
সে কোন্ অলোক-লগ্নে বুঝি সেই নির্বেদ নাগিনী
চেতনায় করে উত্তরণ!

এখানে আকাশ নেই আলোকের আনন্দ-উচ্চার।
প্রভূত পার্থিব পিণ্ডে থেকে থেকে তীব্র তাড়নায়
জাগে রূপ, গড়ে প্রাণ। দেহ আর দেহের সঙ্গমে—
সহর্ষ শিহর জাগে। কখনও বা মৃত্যুহিম জমে
আনে রূঢ় সঙ্কোচন ক্ষমাহীন জৈবচেতনার।

এখানে প্রার্থনা করি, হে নাগিনী ওঠো তুমি জেগে—
তোমার-ই আশ্চর্যস্পর্শে, চেতনার অগ্নিবান লেগে,
আমি হব উচ্চারিত। ছন্দোশীর্ষে জীবনে মরণে
বিস্তারিত হব আমি। লোকে লোকে চঞ্চল চরণে,
আশা-বিকশিত হব। তুচ্ছ সীমা আত্মচেতনার
নিঃশেষে বিলুপ্ত হবে।
এখানে আকাশ পাব আলোকের আনন্দ-উচ্চার।

চিলিমপুরের ঘাট

একটি নিশ্চিন্ত গরু লেজ নাড়ে, ছিঁড়ে খায় ঘাস।
চারি পাশে কিছু নেই। ঘননীল হেমন্ত আকাশ
ছড়ায় সোনালী রোদ। ঢালু মাঠে, লাল বালুচরে—
সাড়া নেই, শব্দ নেই। বিকেলের পড়ন্ত প্রহরে
চোখে পড়ে—অন্য পারে ধু-ধু করে কমনীয় কাশ,
সুদূরে সবুজ শাল। বেঁকে গেছে ভাঙা ভাঙা তীর,
কোথাও মানুষ নেই, চিহ্ন নেই জনবসতির,
হৃদয় বিষণ্ণ হ'ল, হ'ল মন আশ্চর্য উদাস—
নির্জন নিঃসীম শূন্যে, পুপ্ত রেখা সমস্ত স্মৃতির।

হঠাৎ মাটির ঘ্রাণ নিয়ে এল দুপুরে-বাতাস
একটি নিশ্চিন্ত প্রাণী ঘুরে ফিরে, ছিঁড়ে খায় ঘাস।

চিলমিপুরের ঘাট : প্রত্যাবর্ত্তন

কি জানি তুমি কি বলবে একে !
পথ বেঁকে গেছে পথের থেকে—
ফাল্গুন এল ; মাঘের শেষে,
আলোয় শালের গন্ধ মেশে,
দেশ থেকে দূর নিরুদ্দেশে—
হাওয়া নিয়ে যায় সঙ্গে ডেকে।—
কি জানি ! তুমি কি বলবে একে।

আহা তুমি চেয়ে দেখতে যদি !
ঘন হ'ল বন, বনের পরে,—
এঁকেবেঁকে যায় একটি নদী।
পৃথিবী হারায় নম্র নীলে,
জল বালু আর আকাশ মিলে,
একাকার। শীত রৌদ্রামোদী—।
তুমি শুধু চেয়ে দেখতে যদি।

কি জানি তুমি কি ভাবতে মনে !
আলো হ'ল লাল মাঠের কোণে,
ছায়া গাঢ় হ'ল শালের বনে।
হাওয়ারা হারাল অন্ধকারে—
তারা দেখা দিল সে-নির্জ্জনে।
সেই পথে, সেই দিনের পারে,
কি জানি ! তুমি কি ভাবতে মনে।

শীত

(১৯৫৩)

পাতাপোড়ার গন্ধ আসে,
হলুদ ছোঁয়া সবুজ ঘাসে
ঘনায়, আর—
কুয়াশা জমে মাঠের কোণে,
তোমার মনে আমার মনে,
অন্ধকার

সজীব হয়। পৃথিবীময়
ছায়ারা শুধু কি কথা কয়
দীর্ঘদিন—
রুগ্ন-রোদে শূন্যস্বাদ—
কী অবসাদ! কী অবসাদ!
অন্তহীন…

কিছু যে করি, হৃদয়ে ভরি,
সবলে কিছু নিকটে ধরি,
সাড়া কোথায়?
মাটিতে নেই ধানের ঘ্রাণ,
শয়িত দেহ লুপ্ত প্রাণ,
বাতাস শুধু শরীরী;—
খর শূন্যতায়… ॥

মেঘদূত : যক্ষপুরীতে

আমি তো এখন বন্দী রয়েছি আমার মনে।
নগ-নদী-পার মৃতচেতনার নির্বাসনে—
কি জানি কোথায় রয়েছে প্রাণের অমরাবতী!
মাঝে মাঝে শুধু উড়ে-চলা মেঘ বেদনা আনে,
আমি তাকে জানি, মনে হয়, সে-ও আমাকে জানে।
কি জানি কোথায়, কি জানি, বিশ্ব-বিস্মরণে—
আত্মা আমার আত্ম-শিখরে লুপ্তগতি।

থেকে থেকে হাওয়া ছুঁয়ে যায়, বলে—তোমাকে চিনি,
এস হাত ধর, আমিও তো যাব উজ্জয়িনী,
নয়নাভিরাম দশার্ণগ্রাম আমার-ই দেশ—
কি করে যে বলি—অন্ধ একক অন্যমনা,
শূন্য-শিখরে, এ—আমি আমার ভস্মশেষ!

আশা করি নাকো এবার কান্তাসম্মিলনে,
অন্ধকারেতে প্রার্থনা করি মৌন মনে,
উদ্ধত মেঘ, এস তুমি কোনো অন্ধরাতে,—
সৌধশিখর কাঁপাও তোমার আক্রমণে,
প্রিয়াকে আমার বাঁচাও অদেহী আলিঙ্গনে,
যক্ষপতির তন্দ্রা ভাঙাও বজ্রাঘাতে!

বাড়ি : গ্রামে

শূন্য আঙনে, চড়ুই তিতির কাঠবেরালি—
ঘুরছে খালি।
ভিত ফেটে ফেটে সেখানে দাঁড়ায় পুরনো ঝোপ,
কত গোখরোর সাপের খোপ—
শান ফেটে ফেটে হাওয়ায় দুলছে হাল্কা ঘাস,
বড় সুন্দর হয়ে এল আজ চোখের 'পর—
সর্বনাশ!

প্রখর নীরব অন্ধকারেতে শব্দ হয়,
ও কিছু নয়!
আলোয় হাওয়ায় ঘন হয় শুধু অপরিচয়,
কিছু-ই নয়!
ভাল-ই হয়েছে হাওয়ায় উড়ছে আলগা ধুলো,
হা-হা করে হাসে শূন্য ঘরের কবাটগুলো,
ভাল-ই হয়েছে; তবু কেন ভাঙা ঘাটের গায়,
ছেলেবেলাকার পেয়ারাগাছটা দাঁড়িয়ে ঠায়!
ভালই হয়েছে আগুনে জ্বলছে সবুজ ঘাস,
বড় সুন্দর হয়ে এল আজ চোখের 'পর—
সর্বনাশ!

আসুক, আসুক, হাওয়ারা আসুক, নামুক জল,
সব-ই ভঙ্গুর, মৃত্যুই শুধু অচঞ্চল।
আপন খেয়ালে জ্বালায় নেভায় তুচ্ছ প্রাণ···
ধ্বংস একক, অনির্বান;—
সকালে আলোয় ঝরে ঝরে পড়ে
হাল্কা বালি—
নাচছে তিতির, দেখছে অবাক্
কাঠবেরালি।

অবতরণ

স্টেশনে একটা পুরনো পাকুড় গাছে,
চিৎকার করে ডাকে তক্ষক সাপ—
কি জানি মৃত্যু কোথায় লুকিয়ে আছে,
কে জানে জীবন কাকে দেয় অভিশাপ!

মিটে গেছে কাজ। চুকে গেছে লেনদেন।
রাত্রি-আঁধারে মিশে গেছে শেষ ট্রেন।
যাত্রীরা সব গিয়েছে যে যার ঘরে—
দূরে লাল আলো ভয়ে থরোথর করে।
আজ এই রাতে হারিয়ে এসেছি কি যে!
একাএকা ঘুরি শূন্য ওভারব্রিজে।
খণ্ডদিনের সহস্র পরিচয়
কুরে কুরে খেল চেতনার সঞ্চয়…
—অন্ধকারেতে চেয়ে চেয়ে মনে হয়,
ছায়ার ফসল ফলেছে প্রাণের নীচে!

বিকেলের ট্রেন পার হয়ে গেল মাঠ।
রাত্রি ছড়ালো ক্লান্ত কাতর পাখা—
ছায়া-কুয়াশায় ছেয়ে গেল পথঘাট,
দু-ধারের গাছ কাঁপে কঙ্কাল-শাখা।
তার-ই মাঝে মাঝে আঁধারে ইতস্তত:
জ্বলে ওঠে আলো প্রেত-চেতনার মত
বিকেলের ট্রেন পার হয়ে গেল মাঠ…

কত সম্পদ জমেছিল দিনে দিনে,
চটে-চামড়ায় ইঁটে-কাঠে লোহা-টিনে,
ভাঙাভাঙা টালি, বাঁকা কাঁটাতারে ঘেরা—
চেয়ে দেখেছিল নতমুখ মানুষেরা,
তার-ই মাঝে মাঝে ভীরু বিস্ময় যত
শেয়ালকাঁটায় হলুদ ফুলের মত
ফুটে উঠেছিল বন্ধ্যা মাটির পর···

গতি দ্রুত হয়। ঘনতর হয় রাত
মনে হয় যেন আসন্ন অপঘাত,
নির্জন ভয় ঘনায়িত হয় মনে,
ভয় হয় যেন, ভুলি আপনার নাম—
অবশেষে এই অজানা ইস্টেশনে,
ভয়ার্ত পায়ে একাএকা নামলাম।

স্টেশনে একটা পুরনো পাকুড় গাছে—
চিৎকার করে ডাকে তক্ষক সাপ,
কি জানি মৃত্যু কোথায় লুকিয়ে আছে!
কে জানে জীবন কাকে দেয় অভিশাপ!

আজ এই রাতে হারিয়ে এসেছি কি যে!
একাএকা ঘুরি শূন্য ওভারব্রিজে॥

অ লা ত চ ক্র

শরৎ, ১৯৫৩—হেমন্ত, ১৯৫৬

দ্বৈত

অবতরণিকা

আমি যেন কত দগ্ধ পাহাড়, মরা মরুনদী করেছি পার,
পাথরে পাথরে খেয়েছি আঘাত, পথে পড়ে গেছি বারংবার,
একটানা এক সময়ের বুকে অনাদ্যন্ত শূন্যতার
বোঝা টেনে টেনে, অবশেষে এই ক্লান্তি-মলিন অন্ধকার,
জেনেছি সার।
তুমি যেন কত সবুজ পাহাড়, উপত্যকায় শান্ত গ্রাম
ছুঁয়ে ছুঁয়ে এলে। বয়ে নিয়ে এলে—অজানা সবুজ দেশের নাম,
ঘাসের, পাতার, মাঠের গন্ধ, ডানার আস্ফাল, শিশুর স্বর…
কখনও অবাক আবেগে উধাও, কখনও আবেশে আমন্থর
তুমি যেন এলে।—
জানি তুমি যাবে দূর জোছনায়, যাবে যাও, শুধু একটিবার
দেখে যাও এই রক্ত-ঝরা ঘাস, মরা মাঠ, বোবা অন্ধকার,
ক্লান্ত পাথর,—ছুঁয়ে যাও এই খর সমারোহ শূন্যতার,
একটিবার…।

১

তুমি যেন এই শান্ত সকালবেলা,
তোমার আলোয় নতুন পাতার মেলা,
আলো-ঝলোমল তোমার মুক্তাকাশে—

আমি যেন সেই রাত্রির শেষ ট্রাম,
গুমটি-ঘরের এক কোণে থামলাম,
কালকে আবার জাগব কী আশ্বাসে?

২

তুমি যেন এক সদ্য-নতুন বাড়ি,
সামনে রঙিন ডালিয়া কারনেশান—
প্রতি সন্ধ্যায় আলো জ্বলে, হয় গান,
জানালার পারে বেঁকে যায় নীল শাড়ি।

পুরনো জাহাজ ভাঙা পড়ে আছি ঘাটে,
জোয়ারের সাথে হয়ে গেছে ছাড়াছাড়ি।
সারেঙের স্বর কেদিনে যায় না শোনা,
ফাটা-খোলে শুধু ইঁদুরের আনাগোনা,
বেলা পড়ে যায়, অলক্ষে দিন কাটে।—

তুমি যেন এক সদ্য-নতুন বাড়ি,
পুরনো জাহাজ একা পড়ে আছি ঘাটে।

৩

তুমি যেন এক পুরনো হলুদ বাড়ি,
আমি যেন এই ঝড়ের ঝাপটা হাওয়া,
ভিজে ভিজে ওঠে—দমকা জলের ছাটে;

কোনও কাজ নেই, নেই কোনও তাড়াতাড়ি।
সার্সি বন্ধ, বাইরে চলে না চাওয়া—
মন্থরতায় তোমার সময় কাটে।

এ-ঘরে, ও-ঘরে, কত স্মৃতি করে ভিড়,
এ-কোণে, ও-কোণে, কত সম্পদ জমা,
সকলের-ই দাম, সকলের-ই নাম আছে;—

দু-হাতে আমার ভেঙে পড়ে ভীত নীড়,
পাই নি কোথাও, করি নি কোথাও ক্ষমা,
জানালা তোমার বন্ধ আমার কাছে।

৪

স্বগত

জানি প্রেম সত্য নয়, সত্য শুধু একা ইতিহাস।
বুঝি সেও সত্য নয়, আমাদের আহত আশ্রয়।
বর্ণাতুর চেতনার অন্তরালে নিঃসঙ্গ সময়
নিরঞ্জন মূর্তি ধরে ; এ আমার নিভৃত বিশ্বাস।

৫

সমাপ্তি

সময়ের রূপ নেই।   আমরা তো সকলে-ই তাকে
দেখেছি এক এক ভাবে ; ভেবেছি বুঝি বা এই সে-ই,
তার পর ভালবেসে দিয়েছি মনের মত নাম।

আমরা জানি না তাকে। সে-ই জানে তোমাকে, আমাকে।
ভালবাসি, ঘৃণা করি, তার কাছে কোনও ভেদ নেই,—
আমাদের পরিণতি, তার কাছে—শুধু পরিণাম ॥

শান্ত সকালের কোলে

শান্ত সকালের কোলে শুয়ে এক স্বচ্ছ সরোবর…
ওপরে আকাশ নীল।   ঘননীল নির্মিত নীলায়।
বহুদূর দিকচক্রে নীলতর নিঃসঙ্গ পাহাড়।

রৌদ্রগন্ধে অচেতন সেই এক আচ্ছন্ন প্রহর।
পান করি দেহে মনে—সীমাহীন স্বচ্ছ অবকাশ,
ক্রমশঃ আভাস পাই দূরতর আত্মচেতনার ॥

প্রার্থনা : মানবীকে

তুমি দেখে গেলে ক্লান্ত কাতর দেহ,
পাণ্ডু ললাটে মুদ্রিত পরাজয়—
ওষ্ঠ-অধর নিরুদ্ধ হৃতবাক্।

লোলুপ কালের বিষন্ন অবলেহ,
যৌবন-জরা একাকার মনে হয়—
দেহ না'ক সাড়া, শোনে না প্রাণের ডাক।

অপগত হোক শঙ্কা ও সন্দেহ,
হে বরদাত্রী দাও তুমি বরাভয়—
মন্থিত হোক মুখর দুর্বিপাক।

ভরুক এবার উজ্জ্বল ঐ স্নেহ,
স্পর্শে তোমার রক্তেরা বাঙ্ময়···
আহা, ঐ চোখ চেতনায় চেয়ে থাক্॥

সারারাত আমি আয়ুর প্রহর গণি—
উদয় তোমার সহজ সঞ্জীবনা
হর্ষ জাগায় তিমিরে জ্যোতির্ময়,

শৃঙ্গে শৃঙ্গে পরাও আলোর মালা
জ্যোতির প্রদীপ তোমার-ই দু-হাতে জ্বালা,
হে বরদাত্রী দাও তুমি বরাভয়।

খড়্গ তোমার আনো মৃত্যুর শিরে,
দর্প-শায়ক শঙ্কার বুকে হানো—
শঙ্খে তোমার ধ্বংসের বুক চিরে—
মৃত জাতকেও চেতনায় আহ্বানো।

প্রাণময়ী, তুমি দু-হাতে ছড়াও প্রাণ,
করো করো রোধ মৃত্যুর অভিযান,
দিকে-দিগন্তে ছড়াও আলোর সোনা—

মাটির শিশুরা আবার মাটির বুকে
ঘোষণা করুক আদিম হর্ষ-সুখে—
মানব না হার, মানব না, মানব না।

আলোকে তোমার স্নেহের তপ্ত স্বাদ,
বাতাসে তোমার অনেক আশীর্বাদ,
মাটিতে তোমার অনন্ত আশ্বাস—

চিন্ময়ী, তুমি নব-চেতনায় আনো
মাটির শিশুকে দুই হাতে বুকে টানো,
দাও, ফিরে দাও নির্ভয় নিশ্বাস॥

এপিটাফ

বারবার—
ক্লান্তি দিয়ে, কান্না দিয়ে, মৃত্যু দিয়ে, আত্মা দিয়ে আর
আত্মার যন্ত্রণা দিয়ে—আমাদের এই পৃথিবীকে
একান্ত আপন করে নিতে হবে। সেই অঙ্গীকার,
শুধু সেই অঙ্গীকার সত্য। আর সত্য কিছু নেই,
জন্ম আর মৃত্যু নিয়ে এ-জীবন। এই জীবনেই—
বাসনা-বেদনা আর গতি-যতি, স্মর-বিস্মরণে,
সার্থকতা-ব্যর্থতার সমাহার পাবে না কিছুকে।
অথবা আশ্চর্য কোনও মুক্তি নেই আত্ম-উত্তরণে,
কোনও শেষ লক্ষ্য নেই। শুধু দৃঢ় অকম্পিত বুকে,
জয়-পরাজয় সব মেনে নিয়ে আপন সৃষ্টিকে—
প্রত্যয়-প্রশান্ত মনে দিতে হবে সময়ের হাতে।
নিঃশেষে নিবিড় করে নিতে হবে এই পৃথিবীকে,
নিতে হবে—প্রশ্ন-প্রেম, আলো-ছায়া, ঘাত-প্রতিঘাতে॥

উত্তরক্রান্তি

এ শুধু কথার কথা, আমি জানি এ কিছু-ই নয়,
আরো কোনও কথা ছিল। আরো কোনও দূর পরিচয়।

এই দিন, এই দেহ, আলো আর আলোর আকাশ,
এই মানুষেরা আর মানুষের এই ইতিহাস,
তারার, ফেনার ফুল। সাগরের, সিংহের স্বর।
হাওয়ায়-হাওয়ায়-ভরা ঘননীল রাতের প্রহর।

এ শুধু কথা-ই শুধু। আমি জানি এ কিছু-ই নয়।
আরো কোনও কথা ছিল—অজানা অবাক পরিচয়।

মাঝে মাঝে পাও না কি কোনও এক সময়ের স্বাদ?
—দেহে যার একাকার আমাদের আশা, অবসাদ।
দেহহীন চেতনার সীমা কই?—অবাক প্রসার।
কি করে যে কাছে পাই। ফিরে পেতে হারাই আবার।

এ শুধু কথার কথা। আমি জানি এ কিছুই নয়।
আরো কোনও কথা ছিল, অজানা অবাক পরিচয়।

স্বগত

আমি বড় ক্লান্ত শুধু এই কথা মনে রেখ তুমি।
তোমাদের কাছ থেকে বহুদূর আপন হৃদয়ে—
বাস করি একা একা। গতিহীন আমার সময়ে :
কেবল আকাশ আছে, আর আছে ধু ধু ছায়াভূমি।
হয়তো আমার কথা সব-ই ভুল। হয়তো সকল-ই
মনের কুহকে গড়া। বারে বারে তবু মনে হয়—
যদিও আপন মনে একা একা আমি কথা বলি,
তবু এর-ই মাঝে আছে তোমারও প্রাণের পরিচয়।

জীবনের শুরু, শেষ, সীমা কই? শুধু তার স্বাদ—
এ-জীবনে ধরা দেয়। এই বাঁচা, এই চেয়ে দেখা,
মনে মনে চাওয়া, আর সে চাওয়ার খুশি ও বিষাদ
সেও ত' এ-জীবনের।—তুমি যার চেয়েছ প্রসাদ।
সাগরে ঢেউয়ের মত সকলে-ই এক, তবু একা,
ওঠা-পড়া, ভাঙা-গড়া—সেই এক—আশা, অবসাদ॥

ছায়া

সারাদিন শুধু শুনি দূরাগত পৃথিবীর স্বর।
আর কোনও কিছু নেই। প্রহরের পরেতে প্রহর,
তোমাদের কাছে আনে—আসা-যাওয়া, চাওয়া-পাওয়া আর
দূরে-যাওয়া, কাছে-আসা, রেখা-রঙ-রূপ চেতনার,
জীবনের ঘাত আর প্রতিঘাত। স্ফুট-অস্ফুট
ভাঙা-চোরা তারা সব। শুধু এক আমার হৃদয়ে—
ধ্বনি-রং ছায়া পড়ে। সেই ছায়া অবাক অটুট॥

বৃষ্টির দিন

সারাদিন বৃষ্টি পড়ে অন্ধকার শহরের গায়।
কখনও বা গুঁড়ি গুঁড়ি…কখনও বা ভয়ার্ত হাওয়ায়
ভর করে ছুটে আসে। কাদায় পাথরে পথে পথে—
যেন এক রোগিণীর ক্লান্তিঘন বিষণ্ণ জগতে
ঘুরে ঘুরে কাকে খোঁজে। তারপরে দূরে চলে যায়—
যেন দূর ইতিহাসে, দূরতর স্বপ্ন-চেতনায়…
দূরে ফেলে আমাদের চাওয়া-পাওয়া, হাওয়ায় হাওয়ায়।

এখন আমাকে আর কোনও হাওয়া নেবেনা'ক ডেকে।
দরজা ভেজিয়ে দূর প্রসারিত পৃথিবীর থেকে—
নিজেকে নিয়েছি কাছে। ঘন মেঘ থাকে যদি থাক্।
এখানে আকাশ নেই, হাওয়া নেই, শুধু থেকে থেকে—
শুনি কেন শূন্যতায় ডেকে ওঠে সঙ্গীহীন কাক ?

মেঘের দিন : বীতবর্ষণ

এ-আকাশ ক্লান্তিঘন। এই রোদে রোগিনীর হাসি।
বাতাসে বিষণ্ণ ছোঁয়া, ছুঁয়ে যায় প্রশ্নহীন মনে।
এ-দিন আমার-ই মত, প্রতিহত, আপন যৌবনে।
বুঝি তাই একে এত কাছে পাই। এত ভালবাসি।

মানুষের আসা-যাওয়া, সুর-স্বর, যত অনুভব,
ছোঁয় না দিনের মন। প্রসারিত পৃথিবীর গায়—
দুই হাতে চোখ ঢেকে সে একা, আপন বেদনায়।
আমার হৃদয় নিয়ে আমি তাই তার কাছে আসি,
সে আমায় দিতে পারে, আমি তাকে দিতে পারি সব॥

মৃতাকে

১

আকাশ, পৃথিবী, তারা, মানুষেরা, কেউ কিছু নয়—
তোমার হৃদয় সব। সে না এলে নিপ্রাণ সময়,
চেয়ে থাকে অন্তহীন বর্ণহীন বালুর সমাধি।
সমস্ত পৃথিবী থাক ; নিঃশেষিত সকল বিস্ময়—
জেগে থাকে সব রূপ, লক্ষহীন, আত্ম-প্রতিবাদী ॥

২

জানিনা তোমার দিন, রাত্রি আর নিস্তব্ধ সময়,
তোমাকে কি কথা বলে। সময়ের কোন পরিচয়
হৃদয়ে রেখেছ তুমি। এই মাটি, মাটি আর ঘাস,
মানুষের আসা-যাওয়া, কথা-কান্না, আত্মার আকাশ
কখন ছুঁয়েছ তুমি। জানিনা'ক শুরু আর শেষ,
আমি এক অভিযাত্রী, তুমি এক মৌন মহাদেশ···
অফুরন্ত এই পথ। অন্তহীন আমার সন্ধান ॥

৩

তোমার চলার পথে ঝরে থাকে স্বপ্নের শিশির···
অনেক রাতের সুখ তোমার দু-চোখে আছে চেয়ে।
তোমার হৃদয়ে মায়া অজানা অবাক পৃথিবীর—
তোমার কথায় ওঠে—বনের হাওয়ারা গান গেয়ে ॥

৪

—যখন-ই তোমার কথা মনে হয় মৃত্যুর আকাশও
অবাক উজ্জ্বল হয়। মনে হয় তুমি যদি আস—
তাহলে সকল কান্না, সব ক্লান্তি, সকল ব্যর্থতা,
হয়তো বা পেতে পারে কোনও এক পরিপূর্ণ কথা,
আশ্চর্য পরম কিছু। আমি যার পাইনি সন্ধান।
হয়তো নিরর্থ দ্বন্দ্বে আত্মার অজস্র অবসান
শেষ হয়। যদি তুমি, তুমি যদি তাকে ভালবাসো॥

৫

প্রার্থনা

আলোয় আকাশ ধুয়ে ধুয়ে দিক তোমার দেহ
ভরুক তোমায় স্বপ্ন-সবুজ মাটির স্নেহ।
হাওয়ারা তোমায় আনন্দ দিক। স্বতঃই প্রীত—
নতুন পাতার মত হও তুমি উল্লসিত॥

আত্মসম্পর্কে

যদিও জাননা তুমি, কোনখানে সময়ের শেষ।
আরো কত সৌরলোকে, আরো কত মুগ্ধ মহাদেশ
রয়ে গেল। আরো কত তটহীন তমসার হ্রদ—
যদিও পাওনি তুমি কোনও অব্যয় আদেশ,
...তবুও জিজ্ঞাসা জাগে। শুধু সেই তোমার সম্পদ॥

হাওয়া বয়

হাওয়া বয়, হাওয়া, দূর আকাশের হৃদয়ের থেকে—
কাছে আসে, ভালবাসে, কথা কয়, যায় এঁকেবেঁকে
সারারাত···শহরের থরশান গুহায়, শিখরে,
লোহায়, পাথরে, মনে, মানুষের মনে হাওয়া ঝরে ;
হাওয়া, দূর হাওয়া আসে, ম্রিয়মান হৃদয়ের কাছে
প্রাণের গভীর এসে কথা কয়—আছে, আছে, আছে
হাওয়া বয়······ ।

এ-হাওয়ার শেষ নেই, মনে হয় সময়ের মত,
বয়ে চলে চিরকাল—তারা-নীল রাতের হৃদয়
বয়ে বয়ে, ছুঁয়ে ছুঁয়ে, ছায়াপথ মায়াপথ কত—
কোথায় কি জানি শুধু বয়ে যায় হাওয়া অবিরত
হাওয়া বয়—॥

বিয়াত্রিচে

(১৯৫৫)

এই শহরের পথে আমি তাকে একবার, একবার দেখিয়াছিলাম।
বহমান সময়ের স্রোতে সেই একবার হৃদয়ের বড় কাছাকাছি—
কোনও এক অনুভব ভরেছিল মহাকাশ। আমি তার জানি না'ক নাম।
মনে হয়েছিল শুধু, একাকী সময় নেই—এ মাটিতে আছি, আমি আছি।

তারপরে কতদিন, কতরাত, অপঘাত, তারপরে বহমান কাল…
যত তাকে খুঁজি তত পথ বেঁকে বেড়ে যায়, শুধু পথ হয় না'ক শেষ,
পুরনো ইঁটের ভাঁটি, মরা-মনসার বন, বালু আর বালুকার দেশ,
দুপুরে দাহ আর বিকেলের ছায়া-ছাই কুয়াশায় করুণ সকাল,
তারপরে কতদিন, কতরাত, অপঘাত, তারপরে বহমান কাল।

আকাশের, পৃথিবীর সব রূপ, রেখা-রং, মানুষের, তারকার নাম
জেনে জেনে হ'ল ভোর। মনে মনে জানি, আর কিছু আর নেই জানিবার…
সময়ের সিঁড়ি বেয়ে সব পথ হব পার, সব কথা হয়ে যাবে শেষ,
জীবনের সব তট, সব তীর পৃথিবীর, চেতনার সব দিক-দেশ
—জেনে জেনে হবে ভোর। শুধু সেই অনুভব—আমি তার জানিব না নাম…
এই শহরের পথে আমি তাকে একবার, একবার দেখিয়াছিলাম।

দিন শেষ

দিনশেষ হ'ল। একা দাঁড়ালাম মাঠের পারে।
ধানকাটা মাঠ কঠিন সীসের আকাশে মেশে।
ক্রমশ কুয়াশা জড়ায় রাতের অন্ধকারে,
মনে হ'ল আমি সময় সীমার প্রান্তে এসে
একা তাকালাম। কিছু নেই আর আমার কাছে।
একাকী অন্ধ আকাশ, বন্ধ্যা পৃথিবী আছে।

যত রেখা-রূপ বাসনা-বিষাদ দিনের স্মৃতি,
দূরতর হ'ল। লুপ্ত-কালের অন্ধকারে—
শুধু সেই এক কায়াহীন কালো অনন্তভূতি
গাঢ়তর হ'ল। আর কিছু নেই আমার কাছে—
একাকী অন্ধ আকাশ, বন্ধ্যা পৃথিবী আছে।

বিস্ময়-প্রশ্ন

আমি ছড়ালাম সীসের আকাশে শূন্য।
তুমি ধরে দিলে মাটির সবুজ পান্না।
আমি ত' দিলাম শীতের মলিন মৃত্যু—
তুমি মেলে দিলে নব মুকুলের কান্না।

পাতাঝরা পথ, মরা-পাথরের প্রান্তর,
পার হয়ে ফের উপত্যকার প্রান্তে—
এসেছি আবার। কি অবাক তুমি পূর্ণ!
আমি আসব-ই—। এ কথা কি তুমি জানতে?

চিল

একবার তাকাল সে গর্বিত গম্ভীর উপেক্ষায়।
পাটল কর্কশ দেহ কাঁপাল সে নিঃশঙ্ক গতিতে।
মনে হ'ল রয়েছে সে বহু দূর উজ্জ্বল অতীতে—
নিঃসঙ্গ সম্রাট একা সমাহিত আত্মচেতনায়।

মনে হল যেন এই মানুষেরা, শহরের স্বর,
তার কাছে কিছু নয়; অর্থহীন ক্লান্ত পরিহাস।
তার কাছে আছে শুধু অবিচল আশ্চর্য আকাশ,
আর আছে সে-ই একা। পদানত পৃথিবীর পর

একবার তাকাল সে। তারপর উদ্ধত ডানায়
উড়ে গেল বহুদূর স্পন্দহীন আকাশের নীলে—
হঠাৎ জাগাল সাড়া দীপ্তদেহ শুভ্র অজানায়···
তারপর কোলাহল পলাতক কাকের মিছিলে॥

রাজার কুমার তুমি

রাজার কুমার তুমি আশ্বিন, জেনেছি তোমাকে।
সোনালী দিনের দেহে ঝলোমল মেঘের মুকুট।
খুশীর আকাশ থেকে প্রসারিত পৃথিবীর গায়—

যাবে তুমি কতদূর? কে পায় তোমার চেতনাকে?
খেলার খেয়ালে ভর মলিন মাটির করপুট!
আমার দুরাশা শোন: ডেকে নাও এবার আমায়॥

ভয়, আরো ভয়

সারারাত অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে ওঠে মনে।
ঢেকে দেয় হৃদয়ের সব দেশ, সব তট-তীর···
তারাহরা শূন্যতায়, অচেতন রাতের নির্জনে—
থাকি অন্ধ অবয়ব, একা একা দুঃস্বপ্ন নিবিড়।

হায় সূর্য, স্বপ্ন, প্রেম, ফুটে-ওঠা কমলের ঘ্রাণ,
আদিম উত্তাপ, দেহ, পৃথিবীর প্রিয়া পৃথিবীর!
সব চাওয়া, সব পাওয়া, ভেঙে ভেঙে জীবনের নীড়,
গড়ে তোলে রুদ্ধশ্বাস হৃদয়ের বিহ্বল তিমির—
সময়ের খরচক্রে কেবল যন্ত্রণা খরশাণ!

কতটুকু দিতে পারে আমাদের আয়ুর বলয়?
একমুঠি প্রশ্ন প্রেম। তবে এই যন্ত্রণার রাত,
সাগরের মত কেন ক্ষুব্ধদেহ, অজস্র, ফেনিল?
ঢেকে দিল মাঠ, বন, চিরায়ত আকাশের নীল,
এনে দিল—মনে মনে সময়েরও আত্ম-অপঘাত,
স্রোতোবেগে ভাসমান রাশি রাশি শবের মিছিল।

শেষ কথার পর

দু-হাতে আমি ঢেকেছি চোখ ! দু-হাতে দুই চোখ !
এখন আর পৃথিবী নেই, সময়ও উদ্দাম—
লুপ্তবাক শূন্যতায় আমারও নেই নাম।
এখন শুধু অন্তহীন চেতনা নিরালোক !
সামনে ধু-ধু বালুকালীন জীবন অবিরাম,
সহসা বলি : 'আকাশ যদি লুপ্ত হয়, হোক্।'

ভেবো না তুমি। তোমাকে আর কখনও ডাকব না।
চাওয়া কি পাওয়া সাঙ্গ সব। দুরাশা নয় আর।
এখন শুধু নিভৃতিটুকু আত্মচেতনার
লালন করে শূন্যতায় আপন শ্বাস গোনা—
ভেবো না তুমি। তোমাকে আর কখনও ডাকব না।

অর্কেস্ট্রায়

রাস্তায় রোদ পড়েছে উপুড় হয়ে,
ক্লান্ত রোদের ধারা—
বিকেলের চোখ জলে জলে, ক্ষয়ে ক্ষয়ে,
তাকায় উপায়-হারা।
চেয়ে চেয়ে দেখি শহরের কোলাহলে—
অর্কেস্ট্রায় বাজায় কে একতারা!

কি জানি অবুঝ পরমাণুদের নাচে,
হয়তো কোথাও অর্থ লুক'নো আছে।
কেন যে অন্ধ আদিম ঘূর্ণিপাকে,
জিজ্ঞাসা জাগে, প্রাণ চমকিয়ে থাকে!
কেন যে সবুজ পাতায় পাতায় ভরে,
মৃত্যু নিজেকে রেখেছে গোপন ক'রে।
হয়তো অবুঝ পরমাণুদের নাচে—
সবুজ পাতার স্বপ্ন জড়ানো আছে।

আমিও ভেসেছি অনেক স্রোতের পর,
ভেঙেছি অনেক, গড়েছি অনেক ঘর,
অনেক দেবতা-দানব গড়ার পর,
পৌঁছেছি এইখানে—
রাজার কুমার গতিবেগে দুর্ধর,
ধূ-ধূ করে জলে উধাও তেপান্তর,
কখনও সওদা মাথায় সওদাগর,
চলেছি স্রোতের টানে।

রাত্রির হাওয়া কানে কানে কথা বলে,
লোকান্তরে কি অলোকের আলো জ্বলে ?
মেঘতুর্গে কি জীবন-কন্যা জাগে ?
অথবা কি জল, পাথর, পলির শেষে,
আদিম-পঙ্ক উধাও নিরুদ্দেশে ?
সময়ের শব পুষ্পধন্থর বেশে
বিদ্রূপ করে অজস্র অনুরাগে !

কেন সংশয় ? প্রাণ কি প্রবঞ্চনা ?
কেশরে কেশরে বীজের সম্ভাবনা,
মিথ্যা দ্বিধায় হৃদয় অন্যমনা—
কেন বিদ্রোহ ? নেতি নেতি করে কারা ?
ওঠে পড়ে ঢেউ। আলো নেভে, আলো জ্বলে।
ছায়া আর কায়া আসে যায় দলে দলে।
অবচেতনার অস্ফুট কোলাহলে—
অর্কেস্ট্রায় বাজায় কে একতারা !

উত্তরপথ

গ্রীষ্ম ১৩৫৭—বর্ষশেষ ১৩৬০

উত্তরণ

সে আমাকে ভালোবাসে, এ-কথা সে বলেনি কখনও।
তবু এই নীলরাতে একা একা আমি ভাবি তাকে—
নিজেকে নীরবে বলি : হয়তো সে সেদিন আমাকে…
হয়তো সে…। তারপর নাগরিক মন মৃদু হাসে,
আকাশ বিশাল বড়…কত তারা রাতের আকাশে,
সময় ত' বহমান…। সে কোথায় ? কি যায়, কি আসে ?
তার চেয়ে চুপ ক'রে রাতের হাওয়ার স্বর শোনো।

বৃথা। এও নাগরিক হৃদয়ের নীড় খোঁজা জানি।
নিজেকে বিলীন করা তটহীন সময়ের স্রোতে…
আকাশ কি দিতে পারে কখনও যা পাওনি আলোতে!
প্রেম নয়, ঘৃণা নয়, অবাক হৃদয় চাও কোনও ?
কেন চাও ? অনীহা কি ? কোনও দিন বুঝি না একি যে!
নিজেকে বিলীন করে যত-ই রাতের তারা গোন,
নিজের ছায়াকে মুছে বার বার উঠে আসি নিজে॥

সারাদিন কত মেঘ

সারাদিন কত মেঘ আমাদের নির্জন আকাশে।
সবুজ মাঠের মনে কত ছায়া। পৃথিবীর বুকে—
দু-এক স্বপ্নের স্বাদ। খুশী-রং কত ঘাসে ঘাসে,
আমার শৈশব যেন হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে আসে।
হয়তো বা এই সুখ। চোখ মেলি সময়ের মুখে।

দু-এক মুহূর্ত শুধু! আকাশের অবাক হৃদয়
কাছে আসে। ঘননীল মেঘ-মন একা, একাকার…
তারপরে বৃষ্টি আসে। তারপরে কথা নেই আর,
জল পড়ে, পাতা নড়ে, বহমান আবার সময়॥

অন্ধকার হয়ে এলে

নিঃশব্দ কুয়াশা এসে পৃথুল পৃথিবী দেয় ঢেকে—
আকাশ সুদূর হয়। অন্ধকারে ধ্রুবতারা একা।
আদিম অমের শূন্য ভরে না'ক প্রাণ-কোলাহলে,
এই রাত্রি অন্তহীন। কালপুরুষের দেহ জলে।
অচেতনাচেতনার ত্রিনয়নে সময়কে দেখা—
উত্তরপুরুষ নেই। নীল হাওয়া আসে দলে দলে…
উত্তরণ করি কোন ক্রান্তিলগ্নে সীমাশূন্য থেকে?

ইছামতি

এ-দেশ, ও-দেশ। এ-মাটি অন্য মাটি।
কখনও বা লাল, কখনও কোমল কালো,
কখনও তারার কখনও দিনের আলো,
চির-চেনা পথে অচেনার মত হাঁটি!
তবু এই ভালো, বলি : তবু এই ভালো
পরিচিত সেই পৃথিবীর খুঁটিনাটি,
হোক সে মোগল ফিরে বর্গীর ঘাঁটি,
মুগ্ধ দু-চোখ, দৃষ্টি-প্রদীপ জ্বালো।

—জল চিরচির, দু-দিকে সবুজ ডাঙা,
ঝুরি-ঝরা বট, উড়ে যায় মাছরাঙা—
ঘুমে-ঘন রোদে একা আঁকাবাঁকা চল।
টলমল ঢেউ ঘনঘাসে এসে লাগে,
বালকের মত খুশী বিস্ময় জাগে!
কাচ-কালো জল কাঁপে মস্থণ-গতি।

এখন তোমায় কি নামে ডাকব বলো?

কাঁটাতারে কাটা। লুব্ধ নখের তলে—
শঙ্কিত কালো সাপের মতন চলে,
ভিৎ-ভাঙা গ্রামে ক্ষুধাতুর কোলাহলে,
কি নামে তোমায় ডাকব যে ইছামতি!

সমুদ্রের স্বর : রাত্রে

মনে হ'ল মাটি নেই। শুধু এই অন্ধকার স্বর
আকাশ-কৈলাস থেকে পৃথিবীর প্রাচীর, প্রান্তর,
অবাক আচ্ছন্ন করে। কানায় কানায় কাঁপে ঘর,
হঠাৎ রাতের ঢেউয়ে চেতনার নির্জন নোঙর
ছিঁড়ে যায়। আমি এই মাঠ, বন, আকাশের তীরে—
দাঁড়াব না কোনও দিন, তাকাব না কোনও দিন আর,
আর এই অন্ধকার, কায়াময় অন্ধকার চিরে—
এ-হৃদয়ে সাধ নেই কোনও নবজন্ম-প্রার্থনার।
শুধু রাত ঘন হোক, গাঢ় হোক, আরো অন্ধকার,
এবং নির্জন স্বর চেতনায়, শিরায়, শরীরে—
সমস্ত অরণ্য, ঢেউ, হৃদয়ের নিভৃত মর্মর…।

নাবিক

সমুদ্রের অন্ধকারে, সে দেখেছে, সূর্যের প্রয়াণ।
নীরব দ্বীপের দেহে, কুমারী ঢেউয়ের কানাকানি।
মিথুনান্ত অবসাদে, বন্দরের ভাঁটার আহ্বান।
পীতাভ সন্ধ্যার মুখে রক্তরাগ। গণিকার গ্লানি।

তরঙ্গ-নিটোল পেশী, দুই চোখ রক্তমুখী নীলা।
কপিশ পিঙ্গল কেশে শ্বাপদের পৌরুষ পাটল।
দুই বাহু বক্রধনু। ক্ষিপ্র বেগে দেহ ছিন্নছিলা
খুঁজেছে নারীর শেষ। সাগরের অন্তহীন তল।

এখন সে প্রতিদিন বিকেলের বাতি-নেভা ঘরে—
(যখন রাত্রির বনে হু-হু করে সমুদ্র-বাতাস)
মাথা নেড়ে সায় দেয় : মাঝে মাঝে গালাগাল করে।
দেয়ালে লম্বিত ছায়া। পিঠ পেতে খেলে যায় তাস।
সময়ের বলিরেখা কপালে, কপোলে, ছায়া-স্বরে।
কেবল দু-চোখে নীল জ্বলে ওঠে অদেখা আকাশ।

প্রেম : ইতিহাস

দেবতার পানপাত্রে সম্রাটের আদিম উৎসবে—
আনগ্ন নর্তকী তুই, নেচেছিস শুদ্ধ সারারাত।
এবং ভিক্ষুক আমি, কপালে বিশীর্ণ করাঘাত
করে করে, সেই রাতে, পথে পথে, ফিরিয়াছিলাম—

তারপর বন্যা এসে মুছে দিল আমাদের নাম।
মীনকেতু হ'ল ম্লান। মহাকাল প্রলয়-পয়োধি।
শবের সাম্রাজ্যে কেউ দিল না'ক ও-দেহের দাম।

তবু মৃত্যু, মৃত্যু নয়। অন্ধকারে চেয়ে ছাখো যদি—
বারবার ধ্বংস করে মীন, কূর্ম, বরাহের বেশে,
বারবার উঠে আসি। বারবার ফিরে উঠে এসে,
আবার গণিকা নারী! আমি হই আবার ভিক্ষুক।

কোনও মৃত্যু, মৃত্যু নয়। মুক্তি নেই কোনও কালে দেশে।
তাই এই নগরীর শূন্যতায় আবার উৎসুক,
দু-চোখে শঙ্কিত ক্ষুধা মুখোমুখি ফের তাকালাম—

বিপণীর পণ্যস্রোতে ছিন্ননীবি হারালে আবার!
আলো-ছায়া-কোলাহল। অন্তরালে স্মৃতি দিল হানা—
সম্রাট সহস্র-শির, জেগে ওঠে সে রাতের নাম।
গতস্য শোচনা নেই। এই লগ্নে, বৃথা গুণটানা।
এবারও নিশ্চিন্ত মনে ধ্বংসকে আসন্ন জানিলাম॥

শান্তি : উত্তরতিরিশ

কবরের বুকে সবুজ ঘাসের
সহজ শান্তি নিতে—
মুঠো মুঠো ছাই দু-হাতে ছড়াই,
কুয়াশার শব দু-পায়ে মাড়াই,
অবশেষে আসি—অবাক প্রবাসী,
বিকেলের পৃথিবীতে।

এই নির্জনে কাফনে কাফনে
হলুদ মৃত্যু জমা।
ধোঁয়ার ময়াল পাকে পাকে ঘোরে,
মাটির ফাটল তাকায় হাঁ-ক'রে,
কেবল ঘাসের সবুজ শীষেরা
আনন্দে মনোরমা।

এখানে একার পৃথিবী দেখার
তন্ময় অবকাশে,—
স্মৃতির শিয়রে শান্ত পাথর।
আকাশ অন্ধ। মাটি অকাতর
শুধু বিস্ময়, কাঁপে প্রাশ্রয়···
কবরের ঘাসে ঘাসে।

একটি নদী : দুপুরের আলোয়

১

এখানে নিঃসঙ্গ নদী পথ-চলা কিশোর সন্ন্যাসী।
গেরুয়া বালির বাস, দুই চোখ আকাশে অবাক।
অনেক নির্জন মাঠ পার হয়ে তার কাছে আসি,
সে আমায় দেখে না'ক—কতদূর আকাশের ডাক
নীলাভ দিগন্তে তাকে ডেকে নেয়। পাথরের তটে,
চেয়ে থাকা বনঝোপে, নাম-নেই দুপুরের বটে,
অবশ দেহের দাগ ফেলে রেখে, গিয়েছে সে একা।

এখানে আকাশ-আলো-পৃথিবীর গভীর নির্জনে,
নিজেকে নিঃশব্দ করে একবার তাকে চেয়ে দেখা,
তারপর সেই নদী প্রসারিত—মননে, মননে।

২

এ-নদী নির্জন বড়। নিঃসঙ্গ পাথর, কাঁটাবন।
হলুদ রৌদ্রের রঙে প্রসারিত ও-পারের মাঠ—
গেরুয়া জলের ঘ্রাণ ভরে আছে মাটির মনন।
আমরা এখানে নেই। যে পৃথিবী আনন্দে স্বরাট—
আকাশ নীলাভ আর দিগন্ত নিবিড় করে আনে,
এ শুধু জড়ায় তাকে। সে-ই শুধু এর নাম জানে।
হয়তো নিরর্থ হলে আমাদের সমস্ত স্মরণ—
দুপুরের দূর নদী এক হবে আমাদের প্রাণে।

মৃত্যুং তীর্ত্বা

(ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ২৫০০ তম জয়ন্তী স্মরণে)

মানুষেরা চলে যায়। পড়ে থাকে পুরনো বোতাম,
টেবিলে কালির দাগ। ছেঁড়া চিঠি, হিসেবের খাতা,
দেয়ালে কাপড়-জামা। কোনও কোটো মুছে গেছে নাম।
এক কোণে চটি-জুতো। গামছায় তেল আর ঘাম।
ওষুধের শিশি কিছু। দেয়ালেতে তারিখের পাতা।

যদি এই সব হয়, তবে আমি থাকব না ; আমি
যাব নীল হিমালয়ে, আন্দামানে, যে কোনও প্রবাসে।
কাটাব সমস্তদিন মাথা রেখে পৃথিবীর ঘাসে।
জানব হাওয়ায় রোদে মাটি আর আকাশের মানে,
দেখব নতুন তারা, কোনও রাতে, কোনও একখানে।
এই দিন, এই দেহ, দূরে যায় কেন কাছে আসে
রেখা-রং সময়ের ? কা রয়েছে সময়ের প্রাণে ?

হায়রে, নারী-ই নেই ! সব জানা শেষ হলে পর—
পৃথিবী কঠিন। আর, আকাশে ত' বাতাসের ঘর
সূর্য জ্বালাময়, জল অন্ধকার। নারীর ভিতর—
আকাশ, পৃথিবী, হাওয়া, রৌদ্র-জল হাসে তাতা-থৈ
বাহুতে বাহুতে বাঁধে। হাসে কাঁদে। আমি কথা কই,
গভীর গভীর তাপে, গাঢ়তর, সত্যতর হই।
তা না হলে এই দিন-রাত্রি শুধু মৃতের মিছিল…
তারারা নিরর্থ-নীল। তরঙ্গেরা বৃথাই উদ্দাম।
অরণ্য উদ্যতবাহু করে না'ক সূর্যকে প্রণাম,
পশুর গর্জনে সুখ, আকাশেও এত তীব্র নীল,
হাওয়ার অস্থির ছোঁয়া, সব-ই বন্ধ্যা বালুর সমাধি,
কবন্ধ ইঙ্গিত সব-ই লক্ষহীন সংলাপে ফেনিল,
শুধু সেই শরীরিণী প্রাণের আনন্দে সংবাদী।

২

কয়েক সহস্রবর্ষ আগে,
জন্মেছিল রাজার কুমার।
হঠাৎ রক্তের ঢেউয়ে দুলে,
নারীর ভয়ার্ত দেহমূলে,
অন্ধে বুঝি দিল অঙ্গীকার—
লক্ষহীন রাজার কুমার।

তারপর তৃষ্ণার পেষণে—
তৃষ্ণা শুধু অস্থির বিকার।
দ্বন্দ্ব শুধু জীবনে জীবনে,
সময়ের নির্বোধ শিকার।
মুক্তি শুধু শ্রমণের মনে—
অতএব পরাভূত মার।

তারপর বুদ্ধগয়া, সাঁচী,
শিল্পীর তুলিতে লাগে ঘোর।
সারনাথ মৃগদাব থেকে—
লতাগুল্মে পথ যায় ঢেকে,
অজন্তাগুহায় ক্রমে জাগে,
দেবতারা মহেঞ্জোদাড়োর।

তুমি আমি আজও বেঁচে আছি।

দ্বন্দ্ব নেই শ্রমণের মনে।
মুক্তি শুধু আত্ম-উত্তরণে।
বোধিসত্ত্ব নিত্য ধ্যানাসনে,
জানালেন দীপ্ত বরাভয়।…
স্তূপে-চৈত্যে, বিহার-পাষাণে,
মানুষেরা অর্ঘ্য বয়ে আনে,
অন্ধকার শিরার সোপানে—
রক্তেরা তবু ও কথা কয়…

মৃত্যু থেকে আত্মাকে চিহ্নক—
নাভিপদ্ম বিকাশে উন্মুখ।
নির্বাণ কি অনির্বাণ সুখ?
রতি শুধু অনন্ত আরতি?
দেহে শুধু সন্দেহের শেষ?
সঙ্গমে কি সংজ্ঞা অনিমেষ?
—বাহু মেলে পরম-ঈশ্বর,
কামবন্ধে স্ফুরিতা পার্বতী।

মালয়: পরিপ্রেক্ষিত

পাহাড়ে কালো অরণ্যের হাওয়া···
দীর্ঘদেহ বনস্পতি কাঁপে।
আকাশ জুড়ে মেঘের বুনো ঘোড়া
পাংশু ছায়া ছড়ায়। কার শাপে?
—রক্ত-মাটি আরসেনিকে পোড়া!

মাতাল মাটি সবুজ উত্তাপে
আবার কেন অরণ্যকে আনে?
অন্ধ শাখা বন্দী ডানা কাঁপে···
জন্ম শুধু মৃত্যুকে-ই জানে।

আকাশে নীল মেঘের সাদা হাওয়া···
অরণ্যের গম্ভীর বরাভয়,
কোটরে যত কীটের সঞ্চয়,
সবুজ ডালে পাখির চোখ-চাওয়া,
নিরবশেষ। তবুও বারেবারে
রুদ্ধ মাটি ক্রুদ্ধ কাঁটাতারে।
রক্ত-মাঠ। লুপ্ত লোকালয়।
মুক্তি শুধু পণ্য থেকে পাওয়া···
জীবন জলে অসঙ্কোচ রোদে,
কিরীচ বেঁধে আহত সম্বোধে,
স্বপ্ন?—শুধু মৃত্যু হতে চাওয়া॥

মালয় : ল্যাণ্ডস্কেপ

জোহোর

বন্দী পাহাড়। নিস্তরঙ্গ জল।
অজগর পথ। পৃথিবী অসমতল।
অন্ধ সবুজ। সাদা রবারের বন।
হলুদ রোদের উজ্জ্বল উল্লাসে—
পিঙ্গল মাটি আনত হয়ে আসে,
তখন-ই তাকাই—আকাশের বুক চিরে,
থমথমে মেঘ ঢেকেছে অগ্নিকোণ॥

পাহাং রোড

বৃষ্টি, বৃষ্টি, ক্ষুব্ধ জলের স্বর।
নত অরণ্য। পাহাড় নিরুত্তর।
আকাশ কোথায়? দিগন্ত ধোঁয়া ধোঁয়া·
ধূপছায়া ঢাকে মাটির সবুজ রোঁয়া।
উপত্যকায় কুয়াশার সরোবর।

মুয়ার : মুয়ার ছাড়িয়ে

নদী এখানে সাগরে মেশে,
পাহাড় মেশে বনে—
আকাশ মেশে অন্ধকার মেঘের নির্জনে।
স্মৃতিরা ধু-ধু স্বপ্নে মেশে
কুয়াশা কালো হ্রদে—
সঙ্গীহীন শূন্যতায় অশ্রু মেশে মদে॥

আমপাং

ক্লান্ত স্থল অন্ধকারময়,
বৃষ্টি পড়ে বনে।
এখানে নয়, এখানে আর নয়,
সময়হীন দিনের নির্জনে।
আকাশ জুড়ে ছড়ায় ছায়া-ভয়,
জড়ায় যেন আমার যৌবনে॥

জাদুকর

(হাইনরিখ হাইনের Traumbilder স্মরণে)

জাদুকর

কালো পর্দায় ঢাকল শরীর আঙুলে হলুদ কাঠি,
আলো নিভে গেল, ছায়ায় ডুবল ঘর।
সেই সন্ধ্যায় মঞ্চের গায় জেলে জেলে মোমবাতি—
পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল সে জাদুকর।
সাত-রঙা সাত পায়রা ওড়াল পুরনো তাসের থেকে—
ডিমের ঝুড়িতে জাগাল ফুলের তোড়া।
হঠাৎ মেঘের ঘোরালো চাদরে আকাশের মুখ ঢেকে,
অন্ধকারেতে ছেড়ে দিল কালো ঘোড়া।
চেরা-বিদ্যুৎ শূন্যে শূন্যে দূরে যায় ছুটে আসে,
বজ্রে কি ডাকে অসহায় ঈশ্বর ?
শয়তান শুধু হাততালি দেয় বাতাসের উল্লাসে !
এ কোন খেলায় মাতল যে জাদুকর।

খেলা

সেই অবেলায় দেহাতী মেলায় গেলাম যখন একা,
তাঁবুর সামনে ঘণ্টা বাজছে জোরে।
একটা বামন চিৎকার করে : 'শুরু হবে খেলা দেখা
বাইরে দাঁড়ালে চলবে কেমন করে ?'
পায়ে পায়ে আমি কখন গেলাম ছায়ার সঙ্গে মিশে,
কালো পর্দায় ঘেরা আবছায়া ঘর।
মরা বেরালের ছালে ঢাকা বাটি, হাওয়া কোন ছায়া-বিষে,
তার-ই মাঝখানে নাম-নেই জাদুকর।

পুরনো পাথরে তৈরি চোয়াল, দুই চোখ মরা মোমে,
বাঁদরে বুঝি নিজেকে-ই কামড়ায়।

দুই বাহু তার ঢেকেছে অগাধ কালো ভালুকের রোমে,
শুকনো শরীর সিংহের চামড়ায়।

সেই জাদুকর সময়-হারানো নির্জন সেই ঘরে—
কুরে কুরে খায় পৃথিবীর যত আশা।

হাড়ের মতন গুঁড়ো গুঁড়ো করে সময়ের প্রান্তরে—
দু-হাতে ছড়ায় মানুষের ভালবাসা।

জিভ কেটে নিয়ে বসাল পাথর সেই নির্জন নট,
মুখে পুরে দিল মুঠো মুঠো সাদা ছাই,
উপড়ে পাঁজর কলজে কি জোর বসাল মাটির ঘট,
আমার-ই রক্তে জ্বালাল সে রোশনাই!

সেই অবেলায় দেহাতী মেলায় তাঁবুর মধ্যে একা।
(বাইরে তখনও ঘণ্টা বাজছে জোরে)
মনে জানলাম : কোনোকালে আর থামবে না খেলা দেখা,
বাইরে তবুও থাকব কেমন করে ?

মনপবনের নাও

মনপবনের, মনপবনের নাও,
চলেছ কোথায় ?   আমাকে সঙ্গে নাও।
সোনা রোদ্দুরে হাওয়া বয় ঝিরঝির···
কোন দেশে যাবে ? কোন দিকে পৃথিবীর ?
সাতরঙা পাল সাত দিকে তুলে দাও,
হাওয়ার জোয়ারে হাজার বৈঠা বাও,
কেন কাছে এসে, হেসে, দূরে ভেসে যাও ?
মনপবনের, মনপবনের নাও।

'দক্ষিণে আছে যমের দুয়ার খোলা,
উত্তরে আজও রুদ্ধ হিমের দ্বার।
সাতসমুদ্রে মৃত্যুর হিন্দোলা,
পৃথিবী কঠিন।   আকাশে অন্ধকার।
স্বপ্নের শবে নৌকা যে ভারে ভার,
স্মৃতি কঙ্কাল তাকে তাকে আছে তোলা।
উত্তরে দেখ রুদ্ধ হিমের দ্বার···
দক্ষিণে আজও যমের দুয়ার খোলা।'

অপরাহ্ণের স্বর

কেঁদো না, কেঁদো না আর। ভাখো এই রৌদ্র, মাটি, ঘাস
এখনও উজ্জ্বল। আর এই নীল নিঃশব্দ আকাশ
এখনও জীবন্ত। এই পৃথিবীর গভীর আঘ্রাণে
এখনও বিস্ময়-স্বাদ, অবাক আশ্বাস আসে প্রাণে,
কে যেন মৃত্যুর থেকে আত্মার অজস্র অবকাশ—
ছড়ায় দু-হাতে এই মেঘে, রৌদ্রে, হাওয়ায় উজানে।

বেঁধো না, বেঁধো না আর, ক্ষমাহীন ধিক্কারে ঘৃণায়
যন্ত্রণার জালে জালে। নিরুপায় আহত হরিণ
এ-হৃদয়। ছেড়ে দাও। ঘাসে রৌদ্রে সোনা-ঝরা দিন
দু-হাতে টানুক তাকে। বাতাসের তরঙ্গময়তা
বিহ্বল করুক, আর অজ্ঞ আলো, আকাশের কথা
দূর তীর পৃথিবীর এনে দিক। নির্জন জলের
দেহময় অন্ধকার গাঢ়তর অজ্ঞ নীরবতা
ধুয়ে ধুয়ে প্রাণ-রক্ত করে দিক স্মৃতি-চিহ্নহীন॥

দূর জীবন

আমরা দেখেছি কত অন্ধকার আলোর সময়,
অজানা তারার মুখ ঘুম ভেঙে রাতের আকাশে।
(যে সব নিঃশব্দ রাতে আকাশ সহসা কাছে আসে)
আমরা পেয়েছি কত বাতাসের দূর বরাভয়…
আমরা দেখেছি কত সমুদ্রে অজানা শব ভাসে,
(ভেবেছি আমি 'ত নই, পৃথিবী আমাকে ভালোবাসে)
আমরা দেখেছি কত মানুষের দূর ইতিহাসে
প্রান্তর শ্মশান হয়। ওঠে পড়ে জয়-পরাজয়।

কে ভেবেছে একদিন সেই দূর দুরন্ত জীবন
দু-হাতে আমাকে টেনে মুছে দেবে হৃদয়ের তীর,
জ্বালাবে অলাতচক্র। কালো ধোঁয়া ঢেকে দেবে মন
পুড়ে পুড়ে দেহরক্ত, মেদ-মজ্জা, সমস্ত শরীর…
কী এক অসহ্য দাহে—আদিম, আনগ্ন, অচেতন,
ব্যবহিত রেখা-রং, নামরূপ এই পৃথিবীর ॥

হায় নির্জন প্রেম

হায়রে নির্জন প্রেম! নিভৃত ধ্যানের দিনগুলি—
সুদূর স্বর্গের স্বাদে, আনন্দের অস্থির আবীরে,
তন্ময় বোধিতে, শুদ্ধ বেদনায়—। আমি আর ফিরে
তাকাব না। তাকাব কি? অসহ্য অশুচি কাঁটা ধূলি
নিবিড়ে মজ্জায়, মনে। দুই হাতে দু-মুঠো কুয়াশা—
পেতেছি নিঃসঙ্গ শয্যা সময়ের সমুদ্রে, শিশিরে···

অস্থিত আমার প্রজ্ঞা। আহত পশুর মত একা
মাথা কোটে অন্ধকার যন্ত্রণার দেয়ালে দেয়ালে···
অথবা নিঃসঙ্গ শিশু স্পন্দমান অবুঝ কান্নায়,
দুই হাতে চোখ ঢেকে নিতল নাস্তিকে চেয়ে দেখা।—
কোনও প্রশ্ন নয়। কোনও ক্ষোভ, কোনও ধিক্কারের জালে
বাঁধে কে পাতালগঙ্গা?—ভাসমান শিব আর শব···

হায় রে নির্জন প্রেম গভীর ধ্যানের অন্তর্ভব!···

আহত আত্মার আর্তি, অন্ধকারের হাওয়ার চিৎকার!
সমুদ্রে মাতাল ঢেউ, ঝড়ে-ওড়া বৈশাখের ধুলো,
ছড়াও ছড়াও শূন্যে···নখে নখে ছিন্ন করো স্নায়ু
ললিত প্রাণের তন্তু। বাজে-পোড়া আনন্দ অশোক!
এই কী জীবন! এই দাহ বুঝি দীপ্ত করে আয়ু;
রক্তেরা প্রার্থনারত দিনগুলি অন্ধ কালো হোক্।
ক্ষুধিত সূর্যকে কেন জন্ম দেবে রাত্রির জরায়ু?
বন্দীর তমোন্ধ চোখে ক্ষমাহীন অসহ্য আলোক।

সন্ধ্যায়

নিঃশব্দ সন্ধ্যার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছি আমি।
ঢেকেছি নিজের মুখ তার কালো-হলুদ আঁচলে—
দেহতাপে শিরাগুলি একে একে আচ্ছন্ন অবশ,
কেবল ক্লান্তির স্বাদ জেগে আছে। ঘুম এল বলে—
অথচ এল না। এই আচ্ছন্ন ছায়ার কোলে একা,
নিজের নির্জন মন কাছে আসে। চোখ মেলি যদি,
সেই সব বিকেলের ছায়া আসে। আধ-শুয়ে দেখা—
সাদা দেয়ালের মুখ। বহমান সময়ের নদী,
জানালার পার থেকে খেলার খুশীর ঢেউ দিলে,
কাঁপা কাঁপা আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝরে যায়। আমি
ভাবতাম কোনোদিন, এই দিন, আলোর মিছিলে
দাঁড়াতে পাব না। শুধু মুখ রেখে পুরনো বালিশে,
ছায়ায় জড়িয়ে দেহ অচেতনা-চেতনায় মিশে
ঘুমের সৈকতে একা জেগে রব চিরকাল বুঝি।

এখনও আচ্ছন্ন ছায়া। ঘন হয়ে মিশে আসে সব।
আমিও নিজেকে নিয়ে নিজেকে-ই করি অনুভব।
হাওয়ায় কাঁপায় চুল। পুরনো স্মৃতির পাতা উড়ে
সময়ের দূর মাঠে চলে যায়। সারা ঘর জুড়ে—
নরম শরীরী ছায়া মুছে দেয় আমার কি নাম।
ভাবিনা'ক এ কোথায়, এইখানে কেন যে এলাম !
যেন আমি পৃথিবীর কেউ নই। যেন আমি একা,
নীল নক্ষত্রের মত চিরকাল আলগ্ন আকাশে।
যেন এ-হৃদয়ে নেই কোনও ছায়া, কোনও দাহরেখা।
যেন আমি ভালোবেসে কোনোদিন যন্ত্রণার জলে
গাহন করিনি। যেন ব্যথা পেয়ে কুয়াশায় একা
কোনোদিন হাঁটিনি'ক পথ।···

ভোর

সে এক তুষার-স্বপ্নে জেগে ওঠা অরোরার ভোর।
ক্রমশঃ আরক্ত হয় অন্ধকার, ইন্দ্রনীল মণি।
আতপ্ত বিস্ময়-দ্যুতি। আবীরের আনন্দ-বিভোর।

ঝরে পড়ে নীল তারা, আঙুলে আঙুলে তাই গণি।
সকালের সাদা মেঘে ছুঁয়ে যায় রোদের আদর।
মুঠি ভরে তুলি তাই। দেহে মাখি আকাশের নীলা।

যখন-ই হৃদয় মেলি হাওয়ায় হাওয়ায় আগমনী।
অবুঝ ফেনার মত ভেসে যায় সময়ের শিলা।
আমার-ই শিরায় শুনি জীবনের মৃদং-এর ধ্বনি॥

আলোয়

আলোয় ওড়ে পক্ষীরাজ ঘোড়া।
দুপুরে দূর ঝিলের মাঠে মাঠে,
আকাশ-নীল মেঘ-পাহাড় পার—
সুনীল দূর গহীন কুয়াশায়,
হাওয়ায় জলে মেঘের ডানা জোড়া,
আলোয় ওড়ে পক্ষীরাজ ঘোড়া…
কোথায় পথ নিজেকে হারাবার?

সাগর দেয় ফেনায় সাদা তোড়া,
আকাশ জুড়ে জলের চোখ জ্বলে…
দু-হাত তুলে ঢেউয়েরা কথা বলে,
খুশীতে খুশী হাওয়ার সাথে ওড়া।
রোদের হ্রদে ঘাসের দ্বীপ থেকে,
পাখিরা ওঠে হাওয়ায় এঁকে বেঁকে,
ফেনার পাখা ছড়ায় দলে দলে—
আকাশ জুড়ে জলের চোখ জ্বলে…

দিগন্তের জানালা খুলে একা—
পৃথিবী দেখে পক্ষীরাজ চলে,
আকাশ থেকে আকাশে আলো জ্বলে,
নগ্ন মাঠ নিজের কথা বলে,
সময় মোছে আপন ছায়ারেখা।
আকাশ-মাটি রৌদ্রে থরোথর,
পৃথিবী জুড়ে তাকায় ঈশ্বর।
দিগন্তের জানালা খুলে একা—
রামধনুর তোরণে করে ভর।

—শেষ—